NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

২ তালিকা নিয়ে আপস নয়, নেতাজি ইন্ডোরে আজ মমতার কড়া বার্তা

মমতাবালা মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন: অর্জুন ২

কলকাতা ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ৬ পৌষ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.12.2025, Vol.19, Issue No. 188, 8 Pages, Price 3.00

## দূরপাল্লায় সামান্য বাড়ল রেলভাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রীদের ওপর অযথা চাপ নয়, পরিষেবা টিকিয়ে রাখাই লক্ষ্য; এই ভাবনাতেই আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ট্রেনভাড়ায় সীমিত পরিবর্তনের পথে হাঁটছে ভারতীয় রেল। নতুন ভাড়ার কাঠামো প্রকাশ করে রেল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শহরতলির লোকাল ট্রেন ও মাসিক টিকিটে কোনও রকম মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে না। তবে দূরপাল্লার যাত্রীদের ক্ষেত্রে কিলোমিটার-পিছু সামান্য হারে ভাড়া সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রের বক্তব্য, দৈনন্দিন যাত্রীরা যাতে কোনওভাবে প্রভাবিত না হন, সেই কারণেই লোকাল ট্রেনের ভাড়া অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রী।

নতুন ঘোষিত কাঠামো অনুযায়ী, ২১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত জেনারেল কামরায় (অর্ডিনারি ক্লাস) যাত্রীদের ভাড়ায় কোনও বৃদ্ধি হচ্ছে না। রেলের বক্তব্য, স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতকারীদের সুবিধাই তাদের

**শুক্র থেকে কার্যকর**

অগ্রাধিকার। তবে ২১৫ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে জেনারেল কামরায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা করে ভাড়া বাড়বে। পাশাপাশি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে নন-এসি এবং এসি; উভয় শ্রেণিতেই প্রতি কিলোমিটারে ভাড়া বাড়বে ২ পয়সা। অর্থাৎ নন-এসি কোচে ৫০০ কিলোমিটার সফরে যাত্রীদের গুনতে হবে অতিরিক্ত ১০ টাকা।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, এই সীমিত ভাড়া সমন্বয়ের ফলে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রেল আধিকারিকদের ব্যাখ্যা, গত একদশকে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, কর্মীদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধায় বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। পেনশন বাবদ খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকায়। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রেলের মোট পরিচালন ব্যয় ছুঁয়েছে প্রায় ২.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা। এই বাড়তি ব্যয় সামাল দিতেই যাত্রীভাড়া এবং মালবাহী পরিবহণ; দু'দিক থেকেই আয় বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়ায় যে সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, তাতে সাধারণ যাত্রীদের ওপর বড় কোনও চাপ পড়বে না। তাদের বক্তব্য, যাত্রী পরিবহণ থেকে বিপুল লাভের আশা না করে, পরিষেবা সচল ও নিরাপদ রাখতে রেল যে ভারসাম্যের পথ বেছে নিয়েছে, তা বাস্তবসম্মত।

রবিবার সকালে গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে নৌভ্রমণ করতে করতে অসমের নির্বাচিত ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে 'পরীক্ষা পে চর্চা' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

(বিস্তারিত সাতের পাতায়)

## কারা 'হিন্দু'? পরিচয়ের নতুন সংজ্ঞা দিলেন মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'হিন্দু কোনও উপাসনার নাম নয়, কোনও খাদ্যাভ্যাস বা পোশাকের পরিচয়ও নয়'; কলকাতায় রবিবারের বক্তৃতায় একেবারে স্পষ্ট ভাষায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দর্শন তুলে ধরলেন সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত। তাঁর কথায়, 'যে এই ভূমির সংস্কৃতি ও মাতৃভূমিকে সম্মান করে, সেই হিন্দু।' এদিন সংঘের জন্ম, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্যে ডঃ ভাগবত বলেন, 'আরএসএসকে নিয়ে মানুষের যে ধারণা, তার বড় অংশই গড়ে উঠেছে তৃতীয় পক্ষের ছড়ানো ভুল ব্যাখ্যার উপর। সংঘ চায়, মানুষ যেন তথ্যের ভিত্তিতে সংঘকে বোঝে, গুজবের ভিত্তিতে নয়।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'সংঘ কোনও পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয়নি। কারও বিরোধিতা বা প্রতিযোগিতার জন্যও নয়। ভারতের গৌরব বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সংঘের জন্মলগ্নের লক্ষ্য।' তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, 'ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে সমাজকে আগে সেই স্তরে উন্নীত করতে হবে; সেই ভাবনা থেকেই সংঘের প্রতিষ্ঠা।' ডঃ ভাগবত স্পষ্ট করেন, 'সংঘের লক্ষ্য কেবল হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা। এটা কারও বিরুদ্ধে নয়।' শ্রী গুরুজির উক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, 'যদি পৃথিবীতে একজনও খ্রিস্টান বা মুসলমান না থাকত, তবুও হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার প্রয়োজন থাকত। কারণ সমাজ নিজেই ভেতরে ভেতরে বিভক্ত।' ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে সরসঙ্ঘচালক বলেন, সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল; দক্ষ ও বুদ্ধিমান হয়েও ভারতীয়রা কী ভাবে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশের অধীনে শাসিত হল?' তাঁর ব্যাখ্যা, 'তখনই বোঝা যায়, শুধু স্বাধীনতা নয়; সামাজিক সংস্কারও সমান জরুরি।'

হিন্দু কোনও উপাসনার নাম নয়, কোনও খাদ্যাভ্যাস বা পোশাকের পরিচয়ও নয়, যে এই ভূমির সংস্কৃতি ও মাতৃভূমিকে সম্মান করে, সেই হিন্দু। হিন্দুধর্ম কোনও সম্প্রদায় নয়, এটা একটি প্রকৃতি।

— ডাঃ মোহন ভাগবত

স্বামী বিবেকানন্দ ও মহর্ষি দয়ানন্দের ভূমিকার কথা স্মরণ করে ডঃ ভাগবত বলেন, 'তাঁরা ভারতীয় সমাজকে তার নিজের পরিচয় মনে করিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আবির্ভাব।' তিনি জানান, 'মাত্র ১১ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও হেডগেওয়ার দেশসেবার ব্রত নিয়েছিলেন।' তাঁর কথায়, 'দেবী কালীর সামনে করা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি আজীবন ভারতমাতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন।' দীর্ঘ দশ বছরের চিন্তাভাবনার পর ১৯২৫ সালের বিজয়াদশমীতে সংঘের জন্ম; দেশের দুর্দশা আর সমাজের দুর্বলতা থেকেই এই সংগঠনের সূচনা।

সংঘের কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক বলেন, ব্যক্তিগঠনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কর্মীসংগঠন তৈরি করাই সংঘের পদ্ধতি। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'শাখা মানে প্রতিদিন একঘণ্টা নিজের স্বার্থ ভুলে দেশ ও সমাজের কথা ভাবা।' তিনি বলেন, 'হিন্দুধর্ম কোনও সম্প্রদায় নয়, এটা একটি প্রকৃতি।' বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য খোঁজার প্রবণতাকে তিনি 'হিন্দু প্রকৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, 'বসুধৈব কুটুম্বকমের ভাবনা নিয়েই হিন্দু সমাজ সকলের মঙ্গল কামনা করে।'

বক্তৃতার শেষ ভাগে ডঃ ভাগবত বলেন, 'সংঘের লক্ষ্য সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা; আলাদা করে প্রভাবশালী সংগঠন গড়া নয়।' তিনি জানান, 'সংঘে প্রশিক্ষিত স্বয়ংসেবকরা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করছেন।' তাঁর সংযোজন, 'যেখানেই নিঃস্বার্থভাবে ভালো কাজ হয়, সংঘ সেখানে সমাজের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়।' কলকাতার মঞ্চ থেকে দেওয়া এই বক্তব্যে একদিকে যেমন সংঘের দর্শন স্পষ্ট হল, তেমনই 'হিন্দু' পরিচয়ের সংজ্ঞা নিয়েও নতুন করে বার্তা দিলেন মোহন ভাগবত।

## দীপুচন্দ্র দাসের হত্যার বিচার চেয়েও বিবৃতি জারি ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের

# ইউনূসের ওপর চাপ বাড়াল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর: সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে নৃশংস হত্যায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া পদক্ষেপের বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের মিথ্যাচার উড়িয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়েও বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারতের তরফে। উল্লেখ্য, 'ইনকিলাব মঞ্চের' মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জ্বলছে গোটা বাংলাদেশ। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু দাসকে। এরই মাঝে বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের তরফে গুজব ছড়ানো হয়, দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের দূতাবাস। গোটা ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভারত।

রবিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার আমাদের নজরে এসেছে। কিন্তু সত্যিটা হল, দীপুচন্দ্র দাসের হত্যা ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে ২০ ডিসেম্বর দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল ২০-২৫ জন যুবক। যদিও তাঁরা কোনওরকম আক্রমণ বা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরির চেষ্টা করেনি। ঘটনাস্থলে মোতায়েন পুলিশকর্মীরা অল্প সময়ের মধ্যেই ওই বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ভারত দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এর পাশাপাশি বাংলাদেশে

ভারত বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা যে উদ্বিগ্ন, সে কথাও বাংলাদেশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যারা নৃশংসভাবে দীপু দাসকে হত্যা করেছে, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি বিচারের আওতায় আনার আবেদন জানানো হয়েছে।

— ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'ভারত বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। সেখানকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা যে উদ্বিগ্ন, সে কথাও বাংলাদেশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। যারা নৃশংসভাবে দীপু দাসকে হত্যা করেছে, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি বিচারের আওতায় আনার আবেদন জানানো হয়েছে।' ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ওপার বাংলার পরিস্থিতির উপরে সতর্ক ভাবে নজর রাখছে ভারত।

অন্য দিকে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র (আইভ্যাক) বন্ধ করল নয়াদিল্লি। পাশাপাশি, সিলেটের ভারতীয় উপদূতাবাস এবং ভিসা আবেদন কেন্দ্রেরও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে খবর। চট্টগ্রামে ভারতের সহকারী হাই কমিশনার জানিয়েছেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণেই রবিবার থেকে চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভিসা কেন্দ্রের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এই মর্মে ভিসা কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে আইভ্যাক। যেসব ভিসা আবেদনকারীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারিত ছিল, তাঁদের জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।' অশান্তির আশঙ্কায় সিলেটের ভারতীয় উপদূতাবাস এবং ভিসাকেন্দ্রে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করেছে মহম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার।

প্রসঙ্গত, হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অশান্তির আগুনে পুড়তে থাকে বাংলাদেশ। জনতার রোষ থেকে রেহাই পায়নি ভারতীয় দূতাবাস, আওয়ামি লিগের দপ্তর। ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে আগুন ধরানো হয়। চলে ভাঙচুরও। উন্মত্ত জনতার হাতে চট্টগ্রামে খুন হন এক সাংবাদিক। পাশাপাশি, ময়মনসিংহে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এক হিন্দু যুবককেও।

## মরাঠা মুলুকের পুরভোটে 'রং দে তু মোহে গেরুয়া'

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর: মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে জয়জয়কার এনডিএর। লড়াইয়ে অনেকটা এগিয়ে বিজেপির নেতৃত্বে মহাজুটি। টিমটিম করে জ্বলছে কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এনসিপি (এসপি)। জানা গিয়েছে, ২৪৬ মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ৪২ নগর পঞ্চায়েতে বড় ব্যবধানে এগিয়ে তারা। জানা গিয়েছে, ৬ হাজার ৮৫৯ আসনের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ১২০ আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। শিবসেনা এগিয়ে ৬০০ আসনে। ২০০ আসনে এগিয়ে এনসিপি। অন্য দিকে, শিবসেনা (ইউবিটি) এগিয়ে ১৪৫ আসনে। ১০৫ আসনে এগিয়ে কংগ্রেস এবং ১২২ আসনে এগিয়ে এনসিপি (এসপি)। জোট হিসেবে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজুটি এগিয়ে মোট ২১৪টি পঞ্চায়েত এবং পুরসভায়। মহা বিকাশ আগাড়ি এগিয়ে ৫২টিতে। প্রাথমিক প্রবণতায় এগিয়ে থাকার খবর সামনে আসতেই মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী চন্দ্রকান্ত পাতিল বলেন, 'সাংগঠনিক শক্তি ও জনসমর্থনের জোরেই বিজেপি এগিয়ে। বিরোধীরা একজোট হলেও পুরভোটের ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হবে না।'

প্রায় একদশক পরে স্থানীয় নির্বাচন হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। ২০২৪ সালে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে মহাজুটি। এরপরেই স্থানীয় নির্বাচনে ফের তাঁদের জয় একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। মহারাষ্ট্রে কৃষকদের সঙ্কট বার বার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এই অবস্থায়, আর্থিক সহায়তার অভাব, নারী ও কৃষকদের জন্য সরকারের প্রকল্পের আংশিক অর্থ প্রদানের ফলে তীব্র লড়াইয়ের আশা করছিল বিরোধীরা। যদিও কার্যক্ষেত্রে এরকম কিছুই দেখা যায়নি।

## আজ দল ঘোষণা হুমায়ুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন অধ্যায় লিখতে চলেছেন হুমায়ুন কবীর। আজ, ২২ ডিসেম্বর বেলডাঙার খাগরুপাড়া মোড়ে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন দলের নাম ঘোষণা করবেন। তবে এর আগেই তিনি দলের নাম, শর্ট ফর্ম ও প্রতীক নিয়ে কিছু তথ্য উন্মোচন করেছেন। হুমায়ুন রবিবার বলেন, 'বাংলার জনতার পার্টি হবে, আমজনতার উন্নয়নের পার্টি। কাল দুপুর ১টায় নাম ও লোগো জানা যাবে। টেবিল আমার পছন্দের প্রতীক, না হলে জোড়া গোলাপফুলও হতে পারে।'

সাসপেন্ডেড বিধায়ক এর আগে ঘোষণা করেছিলেন, দলের আত্মপ্রকাশের দিন ৭৫ জনের রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম জানানো হবে। মুসলিমদের অধিকার বুঝে নিতে নতুন দল গঠন করলেও, এদিন তিনি জানান, দলের রাজ্য কমিটিতে হিন্দু নেতার অন্তত ২০ শতাংশ আসন নিশ্চিত করা হবে। তিনি আগে জানিয়েছিলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ১৩৫টি আসনে প্রার্থী দেবে তাঁর নতুন দল। সেখান থেকে ৭০-৯০টি আসনে জিতে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে উঠে আসাই তাঁর লক্ষ্য। এদিন হুমায়ুন জানিয়েছেন, 'আমরা প্রয়োজনে ২৯৪ আসনেও লড়ব।' তবে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 'তৃণমূলের কোনও প্রস্তাব এলে তা বিবেচ্য নয়।' দলের নাম ঘোষণার ঠিক আগেই হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, 'মমতা এবং বিজেপি-বিরোধী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসন ভাগাভাগি করে লড়ব। কিন্তু কেউ যদি নিজেকে সকলের চেয়ে বড় মনে করেন, 'ইগো' নিয়ে থাকেন, তখন একাই লড়ব। দরকারে পশ্চিমবাংলার সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। সেই ক্ষমতা আছে।'

মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যেই হুমায়ুনের ছবি এবং দলের পোস্টার চোখে পড়ছে। একটি ফ্লেক্সে লেখা, 'বাংলার জনসাধারণের স্বার্থে নতুন দলের সূচনা, ২২ ডিসেম্বর যোগ দিন।'

## ম্যান্ডেলার দেশে হত্যালীলা, বন্দুকবাজদের গুলিতে নিহত ৯

জোহানেসবার্গ, ২১ ডিসেম্বর: এক সপ্তাহের ব্যবধান। এবার রক্তাক্ত নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ।

সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকায়। বড়দিনের আগেই শনিবার গভীর রাতে জোহানেসবার্গের একটি বারের বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজদের গুলিতে ৯ জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এই মাসে দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল। এদিন শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনার খনি এলাকা বেকারসডালের একটি বারে প্রায় একডজন লোক হামলা চালালে আরও দশ জন আহত হন। রাত ১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরে মৃতের সংখ্যা কমিয়ে ৯ করা হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রকাশ্য রাস্তায় হঠাৎ করেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে কয়েকজন বন্দুকবাজ। একাধিক সাধারণ মানুষ গুলিবিদ্ধ হন এই ঘটনায়। পুলিশ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও ডাক্তার তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক অ্যাপ ক্যাবচালক। সাম্প্রতিক অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অপরাধের ঘটনা বেড়েছে। কিছু দিন আগেই প্রিটোরিয়ায় বন্দুকবাজদের হামলায় ১২ জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসে। মাফিয়ারাজ এবং অনৈতিক ব্যবসার প্রতিযোগিতার কারণে হত্যার পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। দক্ষিণ আফ্রিকার বহু বাসিন্দা ব্যক্তিগত

সুরক্ষার জন্য লাইসেন্স নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র আইন কঠোর হলেও এখানে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনায় বার বার ফিরে আসছে সিডনির স্মৃতি। গত রবিবার দুপুরে সিডনির অদূরে বিখ্যাত বন্ডি বিচে 'হানুকা' উৎসবে অন্তত ১০০০ জন সামিল হয়েছিলেন। উৎসব চলাকালীন দুই বন্দুকবাজ ঢুকে পড়ে সেখানে। এরপরই ভিড়ে ঠাসা ওই অঞ্চলে শুরু হয় গুলিবৃষ্টি। নিমেষে রক্তে লাল হয়ে যায় সোনালি বেলাভূমি। একে একে ১৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। শিশু, মহিলা কাউকেই রেয়াত করা হয়নি। ইহুদিদের উৎসবে হামলা চালানো দুই জঙ্গি হল সাজিদ আক্রম (৫০) ও তার পুত্র নাভিদ আক্রম (২৪)। সম্পর্কে এরা পিতা-পুত্র।

### 'জিরামজি' আইন

■ কেন্দ্রীয় সরকারের 'জিরামজি' বিল এবার আইনে পরিণত হয়ে গেল। রবিবার ওই বিলে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি পেশ হওয়ার আগে থেকেই এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল বিরোধী দলগুলি। বিরোধীদের আপত্তির মাঝেই সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে বিলটি। এ বার রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে তা আইনেও পরিণত হয়ে গেল।

### মমতার সভা

■ আজ দুপুরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য-রাজনীতির উত্তাপ আরও চড়তে চলেছে। কলকাতা ও সংলগ্ন কয়েকটি জেলার নির্বাচিত বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলার নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রের বিএলএ-দের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। উলটো দিকে, নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দের দিকে নজর রাখবে বিজেপি।

### ধৃত বেড়ে দশ

■ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের হাঙ্গামা নিয়ে তদন্তে আরও একধাপ এগোল বিধাননগর পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে বেলেঘাটা এলাকা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১০। পুলিশের বক্তব্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ধরেই একে একে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে। পুলিশের ইঙ্গিত, ধৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

### ভারতের হার

■ রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে আইসিসি অ্যাকাডেমির মাঠে প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একতরফা ম্যাচে ১৯১ রানে হার স্বীকার করতে হল ভারতীয় দলকে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। সমীর মিনহাসের ১১৩ বলে ১৭২ রানের ঝোড়ো ইনিংসে পাকিস্তান থামে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রানে। ৩৪৮ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত শেষ পর্যন্ত অল-আউট হয়ে যায় ১৫৬ রানে। যুব এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল পাকিস্তান।

# ভোটার তালিকা নিয়ে আপস নয়, নেতাজি ইন্ডোরে আজ মমতার কড়া বার্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আজ দুপুরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য রাজনীতির উত্তাপ আরও চড়তে চলেছে। কলকাতা ও সংলগ্ন কয়েকটি জেলার নির্বাচিত বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-দের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলার নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রের বিএলএ-দের এই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে যে অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়েছে, তা নিয়েই মূলত দিকনির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী; এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক শিবিরে।

শাসকদল সূত্রে ইঙ্গিত, আজকের সভামঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি প্রশ্ন তুলতে পারেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপিকেও নিশানা করে কড়া রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভোটারের নাম কাটা মানেই গণতন্ত্রে আঘাত এই ধরনের বক্তব্যই মমতার কথায় প্রতিফলিত হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

অন্যদিকে, আজই বিধানসভায় সক্রিয় ভূমিকায় থাকছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দলের একাধিক বিধায়ককে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দের দিকে নজর রাখবে বিজেপির পরিষদীয় দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বিজেপি নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান, তবে বিধানসভার বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেবেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক; এমন প্রস্তুতিও সেরে রাখা হয়েছে।

## প্রস্তুত শুভেন্দুর পাল্টা আক্রমণ

এর আগেও বহুবার দেখা গিয়েছে, নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর সভা শেষ হতেই রাজনৈতিক পাল্টা আক্রমণে সরব হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে আজ শীতের আবহাওয়াকে ছাপিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে মমতা-শুভেন্দু দ্বৈরথ আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে কী রাজনৈতিক সঙ্কেত উঠে আসে এবং তার জবাবে বিজেপির কৌশল কী হয়; সেদিকেই এখন নজর গোটা রাজনৈতিক মহলের।

# মমতাবালা ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছেন: অর্জুন সিং



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তকর প্রচার চালাচ্ছেন। রবিবার কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সোদপুর বোর্ডঘর এলাকায় সিএএ ক্যাম্পের উদ্বোধনে এসে এমনই অভিযোগ করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সনাতনী হিন্দু যাঁরা বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে এদেশে এসেছেন। তাদেরকে সিএএ আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তকর প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি জানান, নাগরিকত্ব পেতে সিএএ ক্যাম্পে আসতে হবে না। বাড়িতে বসেই আপনারা অনলাইনে সিএএ-তে আবেদন করতে পারবেন।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**বিজ্ঞপ্তি**

**IN THE 3rd COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE**
**T.S. NO. 292/2017**
On the death of **Sayed Qumrul Bari** his legal heirs, **Syed Fazlul Bari and others........Plaintiffs**
Vs.
On the death of **Sayed Badrul Bari** his legal heirs **Syed Nazmul Bari and others .....Defendants**

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **সৈয়দ কামরুল বারি** এর লোকান্তে তাঁর ওয়ারিশগণ **সৈয়দ ফজলুল বারি**, পিতা- স্বর্গীয় সৈয়দ কামরুল বারি ও অন্যান্য, সর্ব্ব সাকিন- মিঁয়া বাজার, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য তৃতীয় দেওয়ানী আদালত (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে 1(b)(iii) **সৈয়দা রফিকাতুল মওলা @ রফিকা** ও 1(b)(iv) **সৈয়দা সাফিকাতুল মওলা @ সাফিকা**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় সৈয়দ একরামুল বারি, সাকিন- মিঁয়া বাজার, চন্দনবাবা আস্তানা, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, এর বিরুদ্ধে Declaration and Injunction এর নিমিত্ত TS. No. 292/2017 নং মামলা করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 08/01/2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

আদেশানুসারে
**Smt. Nibedita Mukherjee Majumdar (Sheristadar),**
3rd Court of Civil Judge
(Sr. Div.), Midnapore, 17/12/25

**বিজ্ঞপ্তি**

**IN THE 3rd COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE**
**J. MISC CASE NO. 15/2017**
**(T.S. NO. 292/2017)**
**Syed Fazlul Bari and others ...............Petitioners**
**Vs.**
**Syed Nazmul Bari and others ..... Opposite Party**

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **সৈয়দ ফজলুল বারি**, পিতা-স্বর্গীয় সৈয়দ কামরুল বারি ও অন্যান্য, সর্ব্ব সাকিন-মিঁয়া বাজার, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মহামান্য তৃতীয় দেওয়ানী আদালত (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে 2 (c) সৈয়দা **রফিকাতুল মওলা @ @ রফিকা** ও 2(d) **সৈয়দা সাফিকাতুল মওলা @ সাফিকা**, উভয় পিতা- স্বর্গীয় সৈয়দ একরামুল বারি, উভয় সাকিন- মিঁয়া বাজার, চন্দনবাবা আস্তানা, পোস্ট-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, এর বিরুদ্ধে Violation of Injunction order এর নিমিত্ত, J.Misc. No. 15/2017 নং মামলা করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 08/01/2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে।

আদেশানুসারে
**Smt. Nibedita Mukherjee Majumdar (Sheristadar),**
3rd Court of Civil Judge
(Sr. Div.), Midnapore, 17/12/25

**বিজ্ঞপ্তি**

**In the court of Ld. District Delegate Court, Haldia**
**Purba Medinipur**
**Succession - 16/2025**
**Krishna Maity Das + 01 ors .....Petitioners**

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, হলদিয়া থানার অন্তর্গত চকতাড়োয়ান সাকিনের নিবাসী মৃত **সুব্রত দাস**, পিতা-গোপাল দাস এর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে Succession Certificate পাওনের জন্য দরখাস্তকারীগন হুজুরাদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। এতদবিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষে কোনো উকিলবাবু নিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া যথাযথ তদ্বিরাদি লইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

**Schedule debts and Securities**
**L.I.C Policy no.** 459819476 Branch -Haldia, Sum Assure Rs. 1,00,000 (One lakh Rupees) Petitioner will get for **Rs. 1,01,000 (One Lakh one Thusand only)**

আদেশ অনুসারে
**শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল,**
**Sheristader,**
Civil Judge (Jr. Div.) Haldia,
Purba Medinipur, 24.11.25.

**CHANGE OF NAME**

I, **SK. FIROJ**, Son of Sk. Abu Taher, residing 14/1, Ramchandrapur (Julpiia Road), P.O. R. C. Thakurani, Police Station Haridevpur, Kolkata-700104, District South 24-Parganas, W. B., in my PAN Card and Aadhaar Card has been recorded my name as SK. FIROJ, Son of Sk. Abu Taher, D.O.B. 01.01.1984 but in my PASS PORT my name has been recorded as FIROJ SEKH son of SEKH ABU TAHER, D.O.R. 16.12.1983, have changed my name and shall hence-forth be known as SK. FIROJ, Son of Sk. Abu Taher, D. O. B. 01.01.1984 as declare before the Notary Public, Alipore, W.B. vide Affidavit No. 80 dated 18.12.2025 Firoj Sekh S/o Sekh Abu Taher D.O.B. 16.12.1983 and Sk. Firoj S/o. Sk. Abu Taher, D.O.B. 01.01.1984 both are same and identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, **SK. FIROJ**, Son of Sk. Abu Taher, on behalf of my minor son SEKH JONAITH, presently residing 14/1, Ramchandrapur (Julpiia Road), P.O. R. C. Thakurani, Police Station Haridevpur, Kolkata-700104, District South 24-Parganas, W.B., have changed his name and he shall henceforth be known as SEKH JUNAID as declared before the Notary Public, Alipore, W.B. vide Affidavit No. 82 dated 18.12.2025 Sekh Jonaith son of Firoj Sekh and Rina Sanpui and SEKH JUNAID son of Sk. Firuj and Rina Sapui both are same and identical person.

**CHANGE OF NAME**

I, **SK. FIROJ,** Son of Sk. Abu Taher, on behalf of my minor daughter SEKH JENIFAR, presently residing 14/1, Ramchandrapur (Julpiia Road), P.O. R.C. Thakurani, Police Station Haridevpur, Kolkata-700104, District South 24-Parganas, W.B., have changed her name and she shall henceforth be known as SK. ZUNAIRA as declared before the Notary Public, Alipore, W.B. vide Affidavit No. 81 dated 18.12.2025 Sekh Jenifar daughter of Firoz Sekh and Rina Sapui and SK. ZUNAÍRA daughter of Sk. Firoj and Rina Sapui both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ- ৯৮৩১৯১৯৭৯১




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২২ শে ডিসেম্বর, ৬ ই পৌষ। সোম বার। দ্বীতীয়া যুক্ত তৃতীয়া তিথি, জন্মে ধনু রাশি অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও , বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

**বৃষ রাশি :** দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

**সিংহ রাশি :** সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

**তুলা রাশি :** অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

**ধনু রাশি :** বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

**মকর রাশি :** কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

**মীন রাশি :** আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# শ্যামবাজারের ফুটপাথ যেন জীবন্ত এক ক্যানভাস!

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

ভোরের কুয়াশা গলির ফাঁক দিয়ে ঢুকে এসেছে। শ্যামবাজারের সরু ফুটপাথে দোকান খুলছে, চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আলু ভাজা আর কুলফির মিষ্টি গন্ধ বাতাসে মিশে আছে। ছোট ছোট ঝোলবাগানো বিক্রেতারা ধীরে ধীরে ব্যস্ত হচ্ছেন, হালকা বাতাসে তাদের চিৎকার, হাসি আর ধাক্কা মিশছে শহরের সকালে। চন্দ্রদীপ দত্ত, হাতে খবরের কাগজ, হেসে বললেন, মাধবী, চা দিতে দেরি করিস না। সকালে মানুষ আর দোকান; সবই প্রস্তুত থাকতে হবে। দোকান সাজাচ্ছেন মাধবী মজুমদার। কাপ ঢালতে ঢালতে তিনি বললেন, চন্দ্রদীপ বাবু, সকাল মানেই ব্যস্ততা। চা আর গল্প ছাড়া কিছুই নেই। রাস্তার মোড়ে ফুটবল খেলছে দুই বন্ধু, সঞ্জয় ও দেবাশিস। সঞ্জয় বল ধরলেই বল উড়ে ধুলো ছড়াচ্ছে। দেবাশিস চিৎকার করে বলল, ওরে সঞ্জয়, সাবধানে! আমার পায়ে লাগছে! সঞ্জয় হেসে বলল, দেখ, আমি ঠিক খেলছি, চিন্তা কিসে? পাশের কাঁঠালের দোকানে রহিম আলি ঝুলানো ব্যাগ সামলাচ্ছেন। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বলেন, এক পয়সা কমাব না! ফুটপাথ আমাদের মঞ্চ, আজ সবকিছু শেখার দিন। দূরে রতন কুলি ব্যাগ চাপাচ্ছেন। ঠান্ডা বাতাসে শরীর কেঁপে যাচ্ছে, তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, এক ভুল; সব শেষ। কিন্তু আমরা থামব না, প্রতিটি ট্রেন, প্রতিটি মানুষ সামলাতে হবে। ছেলেমেয়েরা স্কুলের পথে ছুটছে, দোকানদাররা ব্যস্ত, কুকুরগুলো খেলা করছে। ফুটপাথের রোজনামচা, সাইকেলের হর্ন, বিক্রেতার চিৎকার, পথচারীর পদক্ষেপ; সব মিলিয়ে শহর যেন সংগীতের মতো চলমান।

একটা ছোট দোকানে, সীমা দে তাঁর চায়ের কাপ সাজাচ্ছেন। তিনি একজন পথচলতি বন্ধুকে বললেন, ভাই, চা গরম, আর গল্প নতুন। সকালের গল্পগুলোই শহর বাঁচায়। ফুটপাথে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন বৃদ্ধা সরোজিনী মা। তিনি ছেলের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যাগ প্রস্তুত করছেন, হালকা হাসি দিয়ে বললেন, শহরটা ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে বাঁচি, প্রতিটি মুহূর্তে শিখি। সন্ধ্যা নেমে আসে। লণ্ঠনের আলো ফুটপাথের ধুলোতে রং ছড়াচ্ছে। বিক্রেতারা, দোকানদাররা, পথচারীরা; সবাই একসাথে শহরের নিঃশ্বাস। ফুটবল ছেলেরা ফিরে এসেছে, রতন কুলি শেষবার ব্যাগ চাপাচ্ছেন। শ্যামবাজারের এই ফুটপাথ শুধু রাস্তা নয়; এটি মানুষের জীবন, গল্প, হাসি, কান্নার মঞ্চ। ছোট ছোট দৃশ্য; মাধবীর হাসি, রহিমের চিৎকার, চন্দ্রদীপের আড্ডা, সঞ্জয় ও দেবাশিসের ফুটবল, রতনের ব্যাগ, সীমার চায়ের কাপ, সরোজিনী মায়ের হাসি; সব মিলিয়ে শহরকে একটি জীবন্ত ক্যানভাসে রূপান্তরিত করে।

এখানে প্রতিটি মুহূর্তই গল্প বলে। ফুটপাথের কাঁঠালের গন্ধ, আলু ভাজার ধোঁয়া, চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া, পথচারীদের পায়ের আওয়াজ, কুকুরের দৌড়; সব মিলিয়ে শহর যেন শ্বাস ফেলছে। শ্যামবাজারের সকাল থেকে সন্ধ্যা, প্রতিটি মুহূর্তে জীবন থেমে থাকে না, গল্প চলতেই থাকে।

# আজ চুপ থাকলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না, দীপুচন্দ্র দাস হত্যাকাণ্ডে ক্ষুব্ধ শমীক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে ফের তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে তিনি বলেন, একজন নিরস্ত্র, দরিদ্র হিন্দুকে শুধুমাত্র তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে যেভাবে পিটিয়ে, ঝুলিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, তা সভ্য সমাজের কল্পনারও বাইরে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীকের কণ্ঠে ছিল ক্ষোভ ও যন্ত্রণা। তাঁর দাবি, এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, বরং একটি বৃহত্তর নিপীড়নের প্রতিফলন। তিনি বলেন, এই মৃত্যু শুধু একজন মানুষের নয়; এটা মানবিক মূল্যবোধের মৃত্যু, সংবিধান ও মানবাধিকারের উপর সরাসরি আঘাত। বাংলাদেশে হিন্দু পরিচয় ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বলেও অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেতা। তাঁর বক্তব্য, আজ সেখানে 'হিন্দু' হওয়াটাই যেন অপরাধ। ঘরবাড়ি দখল, মন্দির ভাঙচুর, অপবিত্রকরণ, নারী নির্যাতন ও জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের অভিযোগ একের পর এক সামনে আসছে। শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, নীরবতার সুযোগে একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিতভাবে কোণঠাসা করা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, চুপ করে থাকার মানেই এই অন্যায়কে মেনে নেওয়া। এটা কোনও রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা বেঁচে থাকার প্রশ্ন। তবে এই বক্তব্য কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয় বলেও জোর দেন তিনি। শমীকের কথায়, আমরা প্রতিশোধ চাই না। আমরা চাই ন্যায়বিচার, চাই নিরাপত্তা, চাই সংখ্যালঘু হিন্দুদের মানবিক মর্যাদা।

# এসআইআর-পরবর্তী তালিকায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার নাম বাদ, হাওড়ায় মুখোমুখি তৃণমূল-বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** ২০২৫ সালের এসআইআর শেষ হওয়ার পর হাওড়া সদর জুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তা এখন সরাসরি রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। প্রশাসনের দেওয়া সরকারি নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে; শুধু এনুমারেশন ফর্ম (ইএফ) সংগ্রহ না হওয়ার কারণেই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে বাদ পড়েছেন মোট ২,২৪,৩৮০ জন ভোটার। প্রশাসনিক তথ্য বলছে, এসআইআর শুরুর আগে হাওড়া সদরের এই পাঁচ কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিলেন ১২,০৬,৪৫৩ জন। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর সেই সংখ্যা নেমে এসেছে ৯,৮২,০৭৩-এ। অর্থাৎ, ফর্ম জমা না পড়ার সরাসরি ফল হিসেবেই বিপুল সংখ্যক নাম তালিকার বাইরে চলে গিয়েছে। এক প্রশাসনিক আধিকারিকের স্পষ্ট বক্তব্য, যাঁর ইএফ জমা নেই, তার নাম খসড়া তালিকায় থাকবে না; এটাই নিয়ম।

**কোন কেন্দ্রে কত ভোটার বাদ**

**বালি (১৬৯)**
**আগে ভোটার ১,৭৭,৬৪৬**
**ফর্ম জমা ১,৪২,৯৯১**
**বাদ ৩৪,৬৫৫ জন**

**হাওড়া উত্তর (১৭০)**
**আগে ভোটার ২,২৪,১৬৮**
**ফর্ম জমা ১,৬৩,৭৩২**
**বাদ ৬০,৪৩৬ জন**

**হাওড়া মধ্য (১৭১)**
**আগে ভোটার ২,৬৪,৩৫৫**
**ফর্ম জমা ২,২২,৬৯৫**
**বাদ ৪১,৬৬০ জন**

**শিবপুর (১৭২)**
**আগে ভোটার ২,৩৫,৬৭৪**
**ফর্ম জমা ২,০২,১৬৪**
**বাদ ৩৩,৫১০ জন**

**হাওড়া দক্ষিণ (১৭৩)**
**আগে ভোটার ৩,০৪,৬১০**
**ফর্ম জমা ২,৫০,৪৯১**
**বাদ ৫৪,১১৯ জন**

এই পরিসংখ্যান সামনে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কাগজ কাউকে দেখাব না বলে মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের। উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই জানিয়ে দেন, কাগজ আমরা দেখাব না। ২২ তারিখে জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা আছে। আরও বলেন, আমার মৃত্যু হলে আমার মৃত্যু-সনদ আমার ছেলে সংগ্রহ করবে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে কাগজ দেখাব না। অপরদিকে ফর্ম হারিয়ে দায় এড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করছেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। বিধায়কের বক্তব্যের পাল্টা আক্রমণে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই অভিযোগ করেন, হাওড়া জেলায় গোটা প্রক্রিয়াতেই তৃণমূলের চাপ কাজ করেছে। তাঁর কথায়, হাওড়া জেলায় বিশেষ করে উত্তর হাওড়াতে ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোথাও ফর্ম দেওয়া হয়েছে, কোথাও ভুল হয়েছে, আবার জমা দেওয়া ফর্ম 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না' বলা হচ্ছে।

# পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখন হাতের মুঠোয়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আনল নতুন অনলাইন পোর্টাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নাগরিক সেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখন আর ঝামেলার বিষয় নয়, এক ক্লিকে পাওয়া যাবে; এমনটাই জানাল পুলিশের আধিকারিক। সম্প্রতি উদ্বোধন করা হয়েছে নতুন পোস্ট মর্টেম পোর্টাল, যা সাধারণ মানুষকে স্বচ্ছ, নিরাপদ এবং সময় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে পিএম রিপোর্ট সংগ্রহের সুযোগ দেবে। ওয়েবসাইটটি হল wbpmr.kolkatapolice.org হোমপেজেই প্রথমেই আছে ডাউনলোড পি.এম রিপোর্ট অপশন। ব্যবহারকারীকে শুধু তার মোবাইল নম্বর এবং ক্যাপচা পূরণ করে সাবমিট করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে যাবে একবারের জন্য বৈধ ওটিপি। ওটিপি যাচাই করার পর ব্যবহারকারীকে জেলা শবাগারের ঠিকানা, পিএম নম্বর এবং তারিখ লিখে সার্চ করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যেই রিপোর্টটি ডাউনলোড করা সম্ভব। পুলিশের এই ডিজিটাল পদক্ষেপ নাগরিক পরিষেবা আরও সহজ, আরও কার্যকর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে। পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, আমরা চাই প্রত্যেক নাগরিককে যেকোনো সময়, ঝামেলা ছাড়াই ময়নাতদন্ত রিপোর্ট সহজে পৌঁছে দিতে।




রবিবাসরীয় দুপুরে সায়েন্স সিটিতে পর্যটকদের ভিড়।

# বড় অনুষ্ঠান নিয়ে কড়া এসওপি নবান্নের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তা আর কোনও ভাবেই বরদাস্ত নয়;এই বার্তাতেই বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। খোলা জায়গায় বড় অনুষ্ঠান মানেই আর আলগা অনুমতি নয়। ভিড়, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রি; সবকিছুকে কড়া নিয়মের বেড়াজালে আনতে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির পথে হাঁটছে নবান্ন।



সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবভারতী, ইকো পার্ক, অ্যাকোয়াটিকা, নিকো পার্ক-সহ রাজ্যের সমস্ত বড় খোলা ভেন্যুতে ভবিষ্যতে একই রকম কঠোর গাইডলাইন কার্যকর হবে। বড় অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলবে শুধুমাত্র লিখিত ছাড়পত্রের ভিত্তিতে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে সামান্য গাফিলতিও হলে আয়োজকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে প্রাথমিক তদন্তেই উঠে এসেছে, অনুমোদিত সংখ্যার তুলনায় বহু গুণ বেশি দর্শক ঢুকে পড়েছিলেন মাঠে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব, গেট ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতাতেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রশাসনিক গাফিলতির একাধিক দিক চিহ্নিত করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এই এসওপি তৈরির সিদ্ধান্ত। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের আগে পুলিশ, দমকল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক। কতজন দর্শক ঢুকতে পারবেন, তার ভিত্তিতেই টিকিটের সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। অতিরিক্ত টিকিট বা পাস ইস্যু হলে তা সরাসরি আইনভঙ্গ বলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক এক্সিট গেট রাখাও বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এমনকী টিকিট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপরও প্রশাসনিক নজরদারি থাকবে।

নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার সাফ বক্তব্য, এই গাইডলাইন না মানলে আগামী দিনে কোনও বড় অনুষ্ঠানের অনুমতিই দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে অনুষ্ঠান বাতিল বা আয়োজকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশও এই বিষয়ে একেবারে কড়া অবস্থানে।

সব মিলিয়ে, যুবভারতীর ঘটনার রেশ টেনে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশ স্পষ্ট করে দিল; খোলা মাঠে বড় অনুষ্ঠান মানেই আর ছাড় নয়। এবার থেকে নিয়ম ভাঙলেই কড়া শাস্তি, কোনও অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না।

# নথিপত্রের ঝক্কি নেই, এক ক্লিকে ভোটার শংসাপত্র!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের মাত্র তিন দিন পেরোলেই রাজ্যের সমস্ত জেলা জুড়ে শুরু হতে চলেছে বিশেষ পরিমার্জন শুনানি। ২৩ ডিসেম্বর থেকে যেসব নাগরিকের নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বা নোটিস পেয়েছেন, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে নিজেকে ভোটার হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। রাজ্য সরকার জানিয়েছেন, সরকারি প্রকল্পের আওতায় বাড়ি তৈরির শংসাপত্রও ভোটারের বৈধতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তবে সাধারণ মানুষ যাতে নথি সংগ্রহের জন্য অফিসে দৌড় ঝাঁপ না করেন, তাই এবার এক ক্লিকেই শংসাপত্র ডাউনলোড করার সুবিধা চালু হয়েছে।**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, ৬ পৌষ ১৪৩১ সোমবার

# প্রতিবাদের পোস্টার খুলতেই ক্ষোভ, জিহাদি হামলায় নীরব

## পুলিশ-প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রবিবার রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, হিন্দু সমাজ ও তাঁদের দেবদেবীর উপর ধারাবাহিক আক্রমণের পরেও প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নাতীত নয়, বরং প্রতিবাদী কণ্ঠরোধ করাই পুলিশের অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে।

শুভেন্দুর কথায়, হিন্দুদের উপর ও হিন্দুদের দেবদেবীর উপর যাঁরা আক্রমণ চালাচ্ছে, তাঁদের পেছনে কারা রয়েছে, তা রাজ্যের মানুষ দেখছে। দলদাস পুলিশ এই হামলাকারীদের ধরতে ব্যর্থ, কিন্তু যাঁরা প্রতিবাদ করছে, তাঁদের জেলে পুরতে পারে। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের দমনমূলক নজির ইতিমধ্যেই দেখা গেছে।

নন্দীগ্রামের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভায় বজরংবলীর মূর্তি

ভাঙচুরের প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সোনাচুড়া বাজারে কয়েকটি ব্যানার লাগানো হয়েছিল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে আলো নিভিয়ে তেখালি আউটপোস্টের এক এসআইয়ের নেতৃত্বে পুলিশ সেই ব্যানার খুলে দেয়, শুধু তাই নয়; বজরংবলীর ছবি পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়। কাজ শেষ হলে পুনরায় আলো জ্বালিয়ে পুলিশ এলাকা ছেড়ে যায় বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

এই ঘটনাকে সরাসরি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, অন্য কোনও ধর্মের ক্ষেত্রে কি পুলিশ এমন সাহস দেখাতে পারত? তাঁর দাবি, দিনের পর দিন এভাবে হিন্দু সমাজের ভাবাবেগে আঘাত চলতে পারে না।

বিরোধী দলনেতার সতর্কবার্তা, সময় এসেছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে নামার। নচেৎ কট্টরপন্থা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দৌরাত্ম্যে যে পরিস্থিতি প্রতিবেশী দেশে তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন এখানে ঘটতে আর বেশি সময় লাগবে না। এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও শাসক দলের ভূমিকা নিয়ে আরও একবার তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন শুভেন্দু।

# আজ থেকে মাইক্রো অবজারভার নিয়োগপত্র চালু, প্রয়োজন ৪,৫০০ নাম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটার তালিকা সংশোধনে একচুলও ঢিলেমি নয়; এই বার্তা দিয়েই মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি বাড়াল নির্বাচন কমিশন। শনিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক দপ্তর ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। লক্ষ্য একটাই; ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষ ও কঠোর নজরদারি।

কমিশন সূত্রের খবর, বাস্তবে প্রয়োজন প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইক্রো অবজারভার। তবে কোনও রকম ঘাটতি এড়াতে রিজার্ভ ধরে মোট সাড়ে চার হাজার নাম চাওয়া হয়েছে। সোমবার থেকেই নিয়োগপত্র বিলির কাজ শুরু হবে। আগামী বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণ নেবেন নিযুক্ত মাইক্রো অবজারভাররা।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জীবন বিমা নিগম, মেট্রো রেল, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল, পোস্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আয়কর, কোল ইন্ডিয়া, ডিভিসি, সিজিএসটি, শুল্ক দপ্তর-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা ও ব্যাংকের প্রতিনিধিরা। কমিশনের স্পষ্ট অবস্থান, মাইক্রো অবজারভার

হবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, যাতে রাজ্য প্রশাসনের কোনও প্রভাব তাঁদের উপর না পড়ে। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই মাইক্রো অবজারভারদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মাইক্রো অবজারভারদের মূল দায়িত্ব হবে হিয়ারিং প্রক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা। বিএলওদের ডিজিটাইজ করা এনুমারেশন ফর্ম, সংযুক্ত নথি এবং আবেদনকারীদের দেওয়া তথ্য তাঁরা যাচাই করবেন। ৬ নম্বর ফর্মে নাম তোলার আবেদন, ৭ নম্বর ফর্মে নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ এবং ৮ নম্বর ফর্মে সংশোধনের আবেদন সব কিছুরই খুঁটিনাটি পরীক্ষা হবে তাঁদের নজরে।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, হিয়ারিং চলাকালীন সংগৃহীত কোনও তথ্যই অননুমোদিত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা যাবে না। এখানে 'অননুমোদিত' বলতে ভোটের কাজে যুক্ত নন এমন কোনও সরকারি কর্মী বা রাজনৈতিক পরিচয়ের বহিরাগতদের বোঝানো হয়েছে।

ত্রুটি বা গরমিল ধরা পড়লেই মাইক্রো অবজারভাররা সংশ্লিষ্ট ইআরও বা এআরওকে তা জানাবেন। প্রয়োজনে বিষয়টি জেলা ও ডিভিশনের রোল অবজারভারদের নজরে আনা হবে এবং রিপোর্ট যাবে সরাসরি সিইওর কাছে। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণেও জেলার রোল অবজারভারদের সহায়তা করবেন তাঁরা। কমিশন ইতিমধ্যেই কড়া সতর্কতা জারি করেছে; জাল নথি জমা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধু আবেদনকারীই নন, নথি যাচাইয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরাও দায় এড়াতে পারবেন না। প্রথম দফায় হিয়ারিংয়ের জন্য ডাকা হচ্ছে ৩১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ জনকে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নিজের বা পরিবারের নাম দেখাতে না পারায় খসড়া তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদেরই মূলত ডাকা হচ্ছে। কমিশন অবশ্য স্বীকার করছে, বহু ক্ষেত্রে নামের বানান ভুল, তথ্যের মিসম্যাচ বা পুরনো ডেটা আপলোড না থাকার কারণেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএলওদের ফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নতুন করে যাচাইয়ের। বাবা বা পূর্বপুরুষের নাম সংক্রান্ত ভুল, প্রোজেনি ম্যাপিংয়ের গরমিল থাকলে প্রমাণ-সহ নির্দিষ্ট ফর্মে 'রিভেরিফিকেশন লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' অপশনের মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে, ভোটার তালিকা প্রশ্নে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট; নজরদারি হবে কড়া, দায়বদ্ধতা হবে সর্বোচ্চ, আর কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ছায়া পড়তে দেওয়া হবে না প্রক্রিয়ার উপর।

# মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে কোনও রকম আপস নয়, কড়া বার্তা পর্ষদের

## খামতি দেখলেই সেন্টার বদলের নির্দেশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্ন রাখতে এবার কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার আর দেড় মাসও বাকি নেই; এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্র কতটা প্রস্তুত, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চেয়ে জেলাশাসকদের কাছে কড়া নির্দেশ পাঠাল পর্ষদ। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সামান্য ঘাটতিও বরদাস্ত নয়। প্রয়োজনে বদলাতে হবে পরীক্ষাকেন্দ্র। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে লিখেছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা ত্রুটিহীন, সুরক্ষিত ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে পর্ষদ সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এ বছর পরীক্ষাব্যবস্থার প্রশ্নে প্রশাসনের উপর দায় চাপাতে একেবারেই নারাজ পর্ষদ। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হবে। সেই কাজের জন্য জেলায় উপযুক্ত অফিসার মনোনীত করতে হবে জেলা প্রশাসনকে। কোথাও যদি পরিকাঠামোগত বা নিরাপত্তাজনিত

ঘাটতি ধরা পড়ে, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তা মেটাতে হবে। পরিস্থিতি গুরুতর হলে উচ্চ পর্যায়ের জরুরি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিকল্প পরীক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থাও করতে হবে।

এ বছর বাড়তি চাপ রয়েছে প্রশাসনের উপর। কারণ, মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়েই চলবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজ। আগামী বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন বহু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ব্যস্ত থাকবেন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত দায়িত্বে। এই দ্বৈত চাপের মধ্যেও যাতে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় কোনও ফাঁক না থাকে, সেই আশঙ্কা থেকেই পর্ষদের এই আগাম কড়াকড়ি।

পর্ষদের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; পরীক্ষাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত ঘর ও বেঞ্চ, নিরাপদ স্কুলবাড়ি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত আলো, পরিস্রুত পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকতেই হবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা ও বেরোনোর পথে সিসিটিভি নজরদারি বাধ্যতামূলক। শুধু ক্যামেরা থাকলেই চলবে না, ডেটা সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, স্কুল চত্বর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকা আবশ্যক।

সব মিলিয়ে বার্তা একেবারে স্পষ্ট, মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে কোনও রকম আপস নয়। প্রশাসনিক ব্যস্ততা, ভোটের প্রস্তুতি; সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও পরীক্ষার স্বচ্ছতাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে চাইছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

# সান্তার গল্পে শহরের সংসার! বড়দিন ঘিরে নিউ মার্কেটে জমজমাট ব্যবসা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ডিসেম্বর যত গড়ায়, কলকাতার রাত ততটাই রূপকথার হয়ে ওঠে। আলোয় ঝলমল শহর, কেকের গন্ধে ভরা হাওয়া আর শিশুদের মনে একটাই প্রশ্ন, সান্তা কি সত্যিই আসে? বড়দিন মানে শুধু একটি তারিখ নয়, বরং একটানা আনন্দের মরশুম, যা শেষ হয় পুরনো বছর বিদায় আর নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে।

এই উৎসবকে ঘিরেই ইতিমধ্যেই প্রাণ ফিরে পেয়েছে শহরের বাজার। ধর্মতলার নিউ মার্কেট চত্বরে চোখ রাখলেই বোঝা যাচ্ছে; বড়দিন মানে শুধু সাজসজ্জা নয়, হাজারো মানুষের জীবিকা। ফুটপাথ জুড়ে সারি সারি দোকান, ঝুলছে লাল টুপি, ঝকঝকে তারা, ঘণ্টা আর রঙিন আলোয় মোড়া ক্রিসমাস ট্রি।

কলকাতা বরাবরই উৎসবকে ধর্মের গণ্ডিতে আটকে রাখে না। এখানে দুর্গাপুজো যেমন সবার, তেমনই বড়দিনও। সেই মিলেমিশে থাকার সংস্কৃতির ছবিটাই স্পষ্ট নিউ মার্কেটের দোকানগুলিতে। নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এক ছাদের নিচে বসে বড়দিনের বাজার সাজিয়েছেন।

দোকানগুলিতে চোখে পড়ছে প্লাস্টিকের পাতা-ফুলের মালা, সান্তাক্লজের মূর্তি, স্লেজ গাড়ি, উপহারের বাক্স, ঝিলমিল আলো আর নানা মাপের ট্রি। সবচেয়ে সস্তা আকর্ষণ সান্তা টুপি; ৩০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যেই মিলছে। অন্যদিকে, ক্রিসমাস ট্রির দাম শুরু ২০০ টাকা থেকে, গড়াচ্ছে ৩০০০ পর্যন্ত। তারা আর ঘণ্টার দাম ৫০ থেকে ৫০০ টাকা।

ক্রেতা দেবাশিস পাল জানালেন, এবার খরচের হিসেব বদলে গেছে। আগের মতো সব একসঙ্গে কেনা যাচ্ছে না। একই টাকায় জিনিস কম মিলছে। তবে উৎসবের টান দামকে অনেকটাই গৌন করে দিচ্ছে। ক্রেতা অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, দাম একটু বেশি, সেটা সত্যি। কিন্তু বড়দিন মানেই তো ঘর সাজানো।

# বাংলায় তৃণমূল বিদায়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** একদা রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়াসঙ্গী ছিলেন নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল নেতা মৃন্ময় কাশ্যপী। তাঁর স্ত্রী নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী। এবার জার্সি বদল করতে চাইছেন কাশ্যপী দম্পতি। রবিবার বেলায় ইছাপুর কদমতলায় মৃন্ময় কাশ্যপীর বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। যদিও সম্প্রতি তাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী বলেন, মনস্থির করে ফেলেছেন তাঁরা বিজেপিতে যোগ দেবেন। কারণ, তৃণমূলে থেকে প্রতি পদে তাঁদের অপমানিত ও অবহেলিত হতে হচ্ছে। একজন কাউন্সিলর হিসেবে যথাযোগ্য সম্মানও মিলছে না। তাছাড়া তৃণমূল দলটা দুর্নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় তৃণমূল

বিদায়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। তবে সিপিএম কিংবা তৃণমূল যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে থাকবে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকবে। তাঁর কথায়, মৃন্ময় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার জন্য ওকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। তাঁর দাবি, বিপদে পড়লে তৃণমূল পাশে দাঁড়ায় না। উল্টে তৃণমূল তাঁদের ঝেড়ে ফেলে। এদিন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং জোরের সঙ্গে দাবি করেন, খরা মাস অর্থাৎ পৌষ মাস কাটলেই তৃণমূলে ধস নামবে। তাঁর কথায়, তৃণমূলের যাঁরা তোলাবাজি করেন না তাঁরা কেউ তৃণমূলে থাকতে চাইছেন না। শ্রাবণী, মৃন্ময় ছাড়াও তৃণমূলের অনেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তাঁর বক্তব্য, কয়েকদিন আগে শ্রাবণী ও মৃন্ময় তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আওয়াজ তুলেছেন। সুতরাং যাঁরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে, তাঁদের পাশে তিনি থাকবেন। বিজেপি নেতার দাবি, আমাদের মতো লোকেরাই তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল। এখন আমরাই বাংলা থেকে তৃণমূলকে তাড়াব। তিনি বলেন, ওঁরা বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছে। দলীয় কাউন্সিলরের বিষয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়িকা মঞ্জু বসু বলেন, শ্রাবণী এবং তাঁর স্বামীকে বোঝানো হয়েছে। যাতে ওঁরা দলে থাকে। তাঁর অনুমান, হয়তো ওদের কেউ প্রলোভন দেখিয়েছে। তবে ওঁরা দল ছাড়লে খুব ভুল করবে।

# শুকনো পাতা পোড়ানোয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বায়ু দূষণ, মেয়রকে চিঠি পরিবেশরক্ষাকারী সংস্থার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শহরে দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশরক্ষাকারী সংস্থা দাবি করেছে, কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় গাছের ঝড়ে পড়া শুকনো পাতা পোড়ানো হচ্ছে, যা বায়ুদূষণ কয়েকগুণ বাড়াচ্ছে। তারা সরাসরি কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন।

সংস্থার চিঠিতে বলা হয়েছে, পাতা পোড়ানো অভ্যাস হয়ে গেছে সাফাই কর্মীদের মধ্যে। পূর্বে গাড়ির অভাব বা অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হত। এখন আধুনিক যানবাহন ও উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকা সত্ত্বেও এই প্রথা চলে আসছে, যা ঠিক নয়।

পরিবেশ সংস্থার পরামর্শ, কলকাতা পুরনিগমের উদ্যানগুলিতে প্রতিটি স্থানে একটি করে গর্ত তৈরি করা হোক। শুকনো পাতা সেখানে জমা করে পরে তা সারে পরিণত করা হোক। এই সার অত্যন্ত মানসম্মত ও মূল্যবান। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, পুলিশ ও নিরাপত্তার সঙ্গে মিলিয়ে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদেরও নজরদারিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সংস্থার মতে, শুধুমাত্র জমিতে ধানের গোড়া বা পাতার অব্যবস্থাপনা নয়, নগর এলাকার এমন অভ্যাসও কলকাতার বায়ুমানের অবনতির বড় কারণ। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এভাবে বাতাস দূষিত হলে নাগরিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। এই চিঠি শহরের প্রশাসনকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে।

# যুবভারতীর তাণ্ডবে ধৃত বেড়ে ১০, বাড়তে পারে গ্রেপ্তারি, ইঙ্গিত পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক:** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে তাণ্ডব নিয়ে তদন্তে আরও এক ধাপ এগোল বিধাননগর পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে বেলেঘাটা এলাকা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ধৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১০-এ। পুলিশের বক্তব্য, সিসিটিভি ফুটেজ এবং সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ধরেই একে একে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্টেডিয়ামের ভেতরে ও আশপাশের ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে আগেই ৯ জনকে পাকড়াও করা হয়েছিল। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই এবার বেলেঘাটা থেকে আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করা হল। অভিযুক্তদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে। গত সপ্তাহের শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। দর্শকদের অভিযোগ, চড়া দামে টিকিট কেটেও তাঁরা মেসিকে ঠিকমতো দেখতে পাননি। যদিও মেসি, সুয়ারেজ ও ডি'পল প্রায় ২০ মিনিট মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, মাঠে থাকা পুরো সময়টাই মেসিদের ঘিরে একটি ঘন জটলা তৈরি হয়ে যায়। সেই ভিড়ের মধ্যেই ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এই জটলার জেরে গ্যালারি থেকে সাধারণ দর্শকদের পক্ষে মাঠের ছবি স্পষ্টভাবে দেখা কার্যত

অসম্ভব হয়ে ওঠে। মেসিরা স্টেডিয়াম ছাড়ার পরেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে প্রথমে গ্যালারির হোর্ডিং ছেড়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় বোতলবৃষ্টি; একের পর এক বোতল ছুড়ে দেওয়া হয় মাঠের দিকে। ভাঙা হয় গ্যালারির চেয়ার। পরে ফেন্সিং ভেঙে চারদিক থেকে উত্তেজিত জনতা ঢুকে পড়ে মাঠে।

এই গোটা ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্তে নামে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, কারা সরাসরি ভাঙচুরে জড়িত ছিল, তা ফুটেজেই স্পষ্ট। সেই সূত্র ধরেই গ্রেপ্তারি চলছে। যুবভারতীর এই তাণ্ডব নিয়ে এখনও তদন্ত জারি। পুলিশের ইঙ্গিত, ধৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

# কেন্দ্রের সবুজ আলো থাকলেও বাংলায় অন্ধকার

## কুসুম যোজনায় রাজ্য সরকারকে তোপ শমীকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনা নিয়ে এবার সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের সম্পূর্ণ আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতিতে বাংলার কৃষকরা এই প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শমীকের কথায়, দেশের কৃষকদের জন্য যে সৌরসেচ, পরিচ্ছন্ন শক্তি ও অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করেছে কুসুম যোজনা, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য তা কার্যত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, কম্পোনেন্ট-বি-তে রাজ্যের জন্য ১০ হাজার এবং কম্পোনেন্ট-সি-তে ২৩,৭০০টি সৌরচালিত পাম্প অনুমোদিত হলেও বাস্তবে অগ্রগতি এক শতাংশের ধারেকাছেও নয়।

*তুমি যে এ ঘরে কে তা জানত...। রবিবারে চিড়িয়াখানায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।*

# জাঁকিয়ে শীত এখনই নয়, জানাল হাওয়া অফিস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শীতের ছোঁয়া আছে, কিন্তু জাঁকিয়ে পড়ার তাড়াহুড়ো নেই; স্পষ্ট ভাষায় এমনই বার্তা দিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ছুটির সকালে কলকাতার তাপমাত্রা কিছুটা নেমে স্বস্তি দিলেও, সেই শীত যে স্থায়ী হচ্ছে না, তা কার্যত মেনেই নিচ্ছে হাওয়া অফিস। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে; যা মরশুমের শীতলতম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও ছিল স্বাভাবিকের অনেকটাই নীচে। তাতেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছিল, তবে কি অবশেষে জাঁকিয়ে শীত পড়ল? আলিপুরের জবাব, এই ঠান্ডা মূলত কুয়াশা আর সূর্যালোকের অভাবজনিত কারণে। একে স্থায়ী শীত বলা যাবে না। আজ সোমবার থেকেই বদলের সুর, আজ সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত রাজ্যের আবহাওয়ায় চলবে ওঠানামা। আজ ও আগামী কয়েক দিন ভোরে কুয়াশার দাপট থাকলেও, ধীরে ধীরে তা কাটবে। কুয়াশা কমলেই দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, কলকাতাতেও। তবে পারদ স্বাভাবিকের উপরে উঠে যাবে; এমন কোনও পূর্বাভাস নেই।

আবহাওয়া দপ্তরের বক্তব্য, আগামী চার দিন তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। তার পরের তিন দিনে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে। অর্থাৎ সপ্তাহের শেষ দিকে ফের শীতের দাপট কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা।

আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের কোথাও ঝড়বৃষ্টি বা দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশা ধীরে ধীরে কমলেও, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদায় সকালের

দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল পুরুলিয়া; সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি। উত্তরবঙ্গের সমতলে আলিপুরদুয়ারে পারদ নেমেছিল ১০ ডিগ্রিতে। দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৬৮ শতাংশ।

আলিপুরের মূল্যায়ন এক কথায়; শীতের আমেজ থাকবে, কিন্তু কনকনে ঠান্ডার জন্য আরও কিছু দিন অপেক্ষা। বড়দিনের সময় কাঙ্ক্ষিত শীত মিলতে পারে বলেই ইঙ্গিত। নতুন বছরও শুরু হতে পারে মন ভালো করা শীতের বার্তা নিয়ে। তার আগে এই সপ্তাহ জুড়ে কলকাতা ও রাজ্যবাসীর সঙ্গী থাকবে কুয়াশা আর তাপমাত্রার ওঠানামা।

# জনগণের সাংবিধানিক অধিকার কেড়েছিল কংগ্রেস ৭৫ বার সংবিধান পরিবর্তন করে

# গণতন্ত্রের একমাত্র যোগ্য পুরোহিত নরেন্দ্র মোদী



**প্রদীপ মারিক**

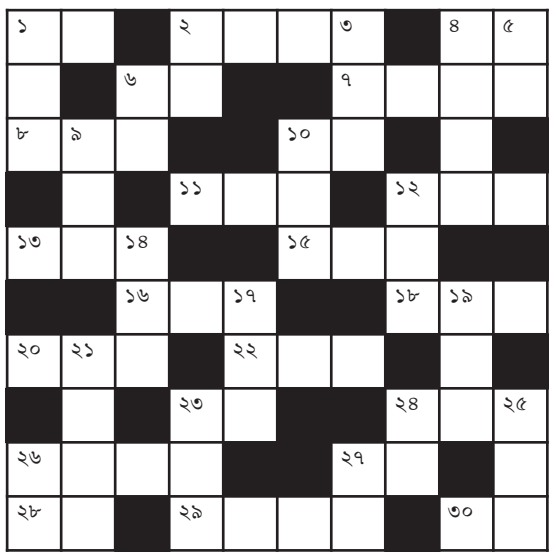

দেশের কথা কি ভাববে কংগ্রেস। বর্তমান যে কংগ্রেস'রা ভারতীয় সংবিধান হাতে নিয়ে ফটোশুটে ব্যাস্ত থাকেন তারাই টানা ৬০ বছর রাজত্ব কালে ৭৫ বার সংবিধান পরিবর্তন করেছিলেন। সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তিতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, 'সংবিধানের ২৫ বছর পূর্তির সময় দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সংবিধানের ২৫ বছর পূর্তিতে ভারতীয় সংবিধান ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জরুরি অবস্থার কালো দাগ কংগ্রেস কখনও মুছে ফেলতে পারবে না। সংবিধান বদল করার বীজ বপন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেটাই অনুসরণ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।' সংবিধান দিবস কে বলা হয় জাতীয় আইন দিবস। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতি বছর ২৬ শে নভেম্বর ভারতে পালিত হয়। ২৬ শে নভেম্বর ১৯৪৯ সালে ভারতের গণপরিষদ ভারতের সংবিধানে গৃহীত হয় এবং এটি ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়। সংবিধান দিবসের জবাবি ভাষণে কংগ্রেসের আসল চেহারা দেশ বাসীর কাছে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জরুরি অবস্থায় থেকে শাহ বানো মামলা, সংবিধান সংশোধন থেকে ৩৭০ ধারা, একের পর অস্ত্র বের করে বিঁধলেন নেহরু-গান্ধী পরিবারকে। জরুরি অবস্থায় কথা টেনে এনে নরেন্দ্র মোদী বলেন, জরুরি অবস্থায় কালি কংগ্রেস কখনও মুছতে পারবে না। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সংবিধানের ৩৭০ ধরা বিলুপ্তির মান্যতা দেয়। ১৮৪৬ সালে একটি চুক্তির পরে ডোগরা রাজা গুলাব সিংহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা কিনে নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিংহ ভারতের সঙ্গে Instrument of Accession সই করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হন। ভারত সরকার বিদেশ বিষয়ক, প্রতিরক্ষা বিষয়ক এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পায়। যে সময়ে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী পদে সেখ আবদুল্লাহকে বসিয়ে ছিলেন তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা মহারাজা হরি সিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। সেই সময় শেখ আবদুল্লাহ ৩৭০ ধারার প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অস্থায়ী নয়, বরং স্থায়ী সায়াত্ত্বের দাবি করেছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি লাগু হয় ভারতের সংবিধান। সেই সময়েই ৩৭০ ধারার বিস্তৃত কাঠামো তৈরি হয়। ভারত সরকার কাশ্মীরে আইন তৈরির বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, আইন লাগুর আগে জম্মু কাশ্মীরের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের যে কোনও ধারা জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম-সহ প্রয়োগ করতে পারে তবে সেটা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। এও বলা হয়েছিল যে জম্মু ও কাশ্মীরের গণ পরিষদ সম্মত না হলে ৩৭০ ধারা সংশোধন বা বাতিল করা যাবে না। ১৯৫০ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ৩৭০ ধারার অধীনে প্রথম সাংবিধানিক অর্ডার প্রয়োগ করেন- Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order. এতে আরও একাধিক বিষয় অন্তভুর্ক্ত ছিল। তার সঙ্গেই এখানে যুক্ত হয়েছিল Schedule II- এখানে সংবিধানের সেই মডিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যেগুলি এই রাজ্যে প্রয়োগ করা যাবে। ১৯৫২ সালে দিল্লি চুক্তি হয়। ভারত সরকার ও জম্মু কাশ্মীর সরকারের মধ্যে ওই চুক্তি হয়েছিল। ২৪৮ ধারা (Residuary powers) সংক্রান্ত এই চুক্তি হয়েছিল। রাজ্য তালিকা (State List) এবং Concurrent Listé-এর বাইরে এগুলি পড়ে। দিল্লি চুক্তির মধ্যমে এই ক্ষমতা জম্মু কাশ্মীর সরকারের হাতে দেওয়া হয়, অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যেগুলি কেন্দ্রের হাতেই থাকে। ১৯৫৪ সালে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি দিল্লি চুক্তির যাবতীয় বিষয়গুলি লাগু করার নির্দেশ দেন। এই সময়েই ৩৫এ ধারা আসে, যেটা জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদের বিশেষ অধিকার দেয়। জম্মু-কাশ্মীরের গণপরিষদের Concurrence-এর ভিত্তিতে এটা পাশ হয়। ১৯৫৬ সালে জম্মু কাশ্মীরের সংবিধান কাজ শুরু করে। এর সঙ্গে একটি Declaration ছিল- যেখানে বলা হয় জম্মু-কাশ্মীর সর্বদা Union of India-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকবে। ১৯৫৯ সালে Prem Nath Kaul vs Union of India- মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 'Financial Decision of the Constituent Assembly'-এর একটি বিষয়ের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে। এখানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির কোনও ডিক্ল্যারেশন (Constituent Assembly-এর অনুমতির উপর নির্ভর করছে subject to approval) Big Landed Estates Abolition Act- সংক্রান্ত একটি মামলায় বিষয়টি উঠে আসে। আবেদনকারীর দাবি ছিল কাশ্মীরের মহারাজা এই আইন এনেছিলেন, সেটা তাঁর ক্ষমতায় ছিল কিনা। সুপ্রিম কোর্ট ওই আইনের পক্ষেই রায় দিয়েছিল। এই ধারা অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা, বিদেশ বিষয়ক, আর্থিক, যোগাযোগ বিষয়ক ক্ষেত্রে ভারতীয় সংসদকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্য সরকারের মতামত নিয়ে কোনও আইন লাগু করতে হত। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের আইনের আওতাতেই থাকতেন ৩৭০ ধারা অনুযায়ী। এই আইনে ভারতের বাকি রাজ্যগুলির বাসিন্দারা কাশ্মীরে জমি বা সম্পত্তি কিনতে পারতেন না। ১৯৬২ সাল- রাষ্ট্রপতি একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন যেখানে Indirect Election-এর মাধ্যমে সংসদে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে অনুমতি ছিল। Article 81-এ কিছু বিষয় Modification করা হয়েছিল। তার বিরোধিতা করে একটি মামলা হয়। Puranlal Lakhanpal vs The President odf India- শীর্ষক ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির নির্দেশের (Presidential Order) পক্ষেই রায় দেয়। কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেই শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নপূরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারের বহু পুরনো দাবি ছিল। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম স্লোগানই ছিল, এক দেশে এক বিধান, এক নিশান ও এক প্রধানই থাকবে। পৃথক বিধি থাকতে পারে না উপত্যকায়। ১১ ই ডিসেম্বর ২০২৩ সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ জানিয়ে দিল, জম্মু কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারার প্রয়োগ বাতিল করা ছিল বৈধ পদক্ষেপ। কারণ, ৩৭০ ধারা কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয় বলে সোমবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সংবিধান বেঞ্চের রায় দেন, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সুপারিশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বৈধ। তবে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিতে বিধানসভা নির্বাচন করার যে পরামর্শ দেয় মহামান্য আদালত তা মান্যতা দেয় মোদি সরকার। আজ মোদির জন্যই কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ২০১৯ সাল, ৫ অগাস্ট জম্মু-কাশ্মীর থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৩৭০ ধারা। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে নেয় মোদি সরকার। আর সেই মতো পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয় জম্মু এবং কাশ্মীরকে ভেঙে। মোদি সরকারের এহেন সাহসী সিদ্ধান্ত ঘিরে প্রশ্ন ওঠে। আইনগত এবং সংবিধানিক ভাবে এই সিদ্ধান্ত কতটা বৈধ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কেন্দ্রের যুক্তি, দেশের সংবিধান সভা জম্মু ও কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারায় বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন দেশে সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৫৭ সালে সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় ৩৭০ ধারায় জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হলেও সেই মর্যাদা স্থায়ী ছিল না, বরং ছিল 'অস্থায়ী সংস্থান' ওই অনুচ্ছেদের ৩ নম্বর উপধারায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে ওই 'বিশেষ মর্যাদা' তুলে নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ওই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেই ২০১৯ সালে 'বিশেষ মর্যাদা' প্রত্যাহার করে মোদি সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে সহমত দেশের শীর্ষ আদালত। ৩৭০ ধারা (Article 370 in Jammu and Kashmir) একটি 'অস্থায়ী বিধান'। রাষ্ট্রপতির হাতে এটি বাতিল করার ক্ষমতা ছিল। সর্বোচ্চ আদালত আরও জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙে যাওয়ার পরেও ৩৭০ ধারা রদের বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'ঐতিহাসিক' বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, এটি আশা, অগ্রগতি এবং ঐক্যের বার্তা দেয়। ২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১ মাসব্যাপী ভারতের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। এই জরুরি অবস্থার পরামর্শদাতা ছিলেন ভারতের তদনীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ভারতীয় সংবিধানে ৩৫২ নং ধারা অনুযায়ী এই জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত। এই আদেশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়, যার ফলে নির্বাচন বাতিল করা এবং নাগরিক অধিকার স্থগিত করা সম্ভব হয়। জরুরি অবস্থার অধিকাংশ সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিরোধীকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গান্ধী শাসনামলে ১,০০,০০০-এর বেশি রাজনৈতিক বিরোধী, সাংবাদিক এবং ভিন্নমতাবলম্বীকে আটক করা হয়। জরুরি অবস্থা জারির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তাব করেছিলেন, যা ভারতের রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন এবং জুলাই থেকে আগস্ট ১৯৭৫-এর মধ্যে মন্ত্রিসভা ও সংসদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর পেছনে যুক্তি ছিল যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ধরনের আসন্ন হুমকি ছিল। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার পরামর্শে, 'যুদ্ধ বা বহিরাগত আগ্রাসন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ' দ্বারা ভারত বা দেশের কোনো অংশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করে কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাই তো বলতে পারেন, সংবিধান বদল করার বীজ পুঁতেছিলেন জওহরলাল নেহরু। সেই কাজটাই করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। রক্তের গন্ধ পেয়ে সংবিধানের সাহায্য নিয়ে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সংবিধানকে কাজে লাগিয়ে আদালতের ক্ষমতাও ছেঁটে ফেলেছিলেন ইন্দিরা। টানা ৬০ বছরের রাজত্বে ৭৫ বার সংবিধান বদল করেছে কংগ্রেস। মোদি আরো বললেন, কংগ্রেস দেশের গণতন্ত্রের গলা চেপে ধরে দেশটাকে জেলখানায় পরিণত করেছিল। টানা ২ বছর মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস। সংবিধান তৈরির ২৫ বছরের মধ্যে তার টুকরো করে ফেলেছিল কংগ্রেস। সংবাদমাধ্যমের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস সেই দাগ কখনওই মুছে ফেলতে পারবে না । দেশের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন ঐক্য। এনডিএ সরকার ৩৭০ ধারা রদ করেছে সেই ঐক্য বজায় রাখতেই। দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে জিএসটির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও এক দেশ এক রেশন কার্ডের বাবস্থ্যা হচ্ছে, সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বিমা করা হচ্ছে। ওয়ান নেশন, ওয়ান গ্রিডের কথা টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে গোটা দেশের মানুষ নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পাবে। গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠ আন্দোলন দেশের উন্নতির পক্ষে। কারণ গণতন্ত্র মানেই একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ভারতবাসীকে পূর্ণ গণতন্ত্রের মর্যাদা দিতে পেরেছে একমাত্র মোদি সরকার। প্রত্যেক দেশবাসী পেয়েছেন স্বাধীন মৌলিক অধিকার। নরেন্দ্র মোদি একটার পর একটা উন্নয়ণের কাজ দেশের জনগণ সাদরে গ্রহণ করছে এটা আবার প্রমাণিত। বিরোধীদের কাজই তো বিরোধিতা করা, গণতন্ত্রের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তারা বিরোধিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা হওয়ায় উচিত গঠন মূলক বিরোধিতা। দেশবাসী তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন নরেন্দ্র মোদিকে। দেশবাসী মনে করেন নরেন্দ্র মোদি গণতন্ত্রের যোগ্য পুরোহিত।

## সম্পাদকীয়

### অন্ধ ভারত বিরোধিতার মূল্য চোকাচ্ছে সাধারণ পাক নাগরিক

নেই কোনও স্থিতিশীল সরকার। ঋণে জর্জরিত দেশ। খাদ্যসামগ্রী-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। শিল্প বলতে বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক। আর চাষ বলতে সন্ত্রাসবাদ। এই হল আজকের পাকিস্তান। অন্ধ ভারত বিরোধিতা করতে গিয়ে আজ খাদের কিনারে পাকিস্তান। কিন্তু সব বুঝেও কিছু করার নেই ইসলামাবাদের। কয়েক দশক ধরে ভারত বিরোধিতা করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ কর বসে আছে পাকিস্তান। সবার ওপরে আছে সেনাবাহিনী। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির ইশারায় চলে তাঁরা। একটাই, লক্ষ্য ভারত বিরোধিতা। না হলেই যাবে গদি, এমনকী প্রাণও। এভাবেই চলছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ। আর এর যাঁতাকলে পড়ে কয়েক দশক ধরে মূল্য চোকাচ্ছে সে দেশের আম নাগরিকরা। তাঁরা ভারত বিরোধিতা জঙ্গিপনা এসব বোঝে না, বুঝতে চায়ও না। তাঁরা চায় একটু ভালোভাবে খেয়েপরে নিরাপদে থাকতে। এই সামান্য চাহিদাটুকুই এখন আম পাক নাগরিকদের কাছে কার্যত স্বপ্ন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একটি সংবাদ বেশ সাড়া জাগিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ৫৬ হাজারেরও বেশি পাক নাগরিককে সে দেশে ভিক্ষা বৃত্তির অভিযোগে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে সৌদি আরব। রিপোর্ট বলছে, শুধু ভিক্ষাবৃত্তির জন্যই দলে দলে বিদেশে ভিড় জমাচ্ছে হাজার হাজার পাকিস্তানি। এদের জন্য গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি আর্ন্তজাতিক চক্রও। পাকিস্তানিদের এই প্রবণতায় কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না। সৌদি আরবের ঘটনার পর পাক সরকারের পক্ষ থেকেও একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেখানে চলতি বছরে ৬৬ হাজার ১৫৪ পাক নাগরিকের বিদেশে যাওয়া আটকে দিয়েছে ইসলামাবাদ। অভিযোগ, এদের বেশিরভাগই এইসব ভিখারি চক্রের সদস্য। ভিক্ষাবৃত্তি ও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিযোগে গত মাসেই পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সৌদি আরবও পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছে, উমরাহ ভিসা ব্যবহার করে মক্কা, মদিনার মতো দেশগুলিতে এসে পাক নাগরিকদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হোক।

## শব্দছক ২১

রবি দাস

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ■ | ২ | | | ৩ | ■ | ৪ | ৫ |
| | ■ | ৬ | | ■ | ■ | ৭ | | | |
| ৮ | ৯ | | ■ | ■ | ১০ | | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ১১ | | | ■ | ১২ | | |
| ১৩ | | ১৪ | ■ | ■ | ১৫ | | | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ১৬ | | ১৭ | ■ | ■ | ১৮ | ১৯ | |
| ২০ | ২১ | | ■ | ২২ | | | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ২৩ | | ■ | ■ | ২৪ | | ২৫ |
| ২৬ | | | | ■ | ■ | ২৭ | | ■ | |
| ২৮ | | ■ | ২৯ | | | | ■ | ৩০ | |

**পাশাপাশি:** ১. চক্র ২. প্রকাশ পেয়েছে যা ৪. নিরেট মূর্খ ৬. মস্তক ৭. নতুন সূর্য ৮. দিবাকর ১০. ঘোড়া ১১. জলযান ১২. নম্র ১৩. ময়ূরপুচ্ছ ১৫. সৌধ ১৬. ছাতা ১৮. মেয়ের স্বামী ২০. হরষ ২২. দমিত করা ২৩. কষা-মিষ্টি ফল ২৪. জনসাধারণ ২৬. বক্রতাবর্জিত ২৭. কলুষ ২৮. যাঁর পুত্র মানুষ ২৯. সায়-অসায় ৩০. মধ্যপান্ডব

**ওপর-নিচ:** ১. বিস্তৃত হয়েছে যা ২. রীতি ৩. পুত্র ৪. জুতো মেরে — ৫. তির ৬. সম্মান ৯. প্রথম ১০. পরিপাককারী ১২. বৈষ্ণব শাস্ত্রে নদীর নাম ১৪. মনোমতো ১৭. বর্ষার এক ফুল ১৯. ননী ২১. হাঁটু গেড়ে বসা ২৩. ফরাস ২৪. স্তব ২৫. অনুশীলন ২৬. কার্য-সপ্তাহে প্রথম দিন ২৭. অন্ন-ব্যঞ্জনপূর্ণ খাবার পাত্র

**সমাধান ২০ — পাশাপাশি:** ১. পাক্ষিক ৪. বিশ্ব ৬. তিরিশ ৭. বকলম ৯. দয়াময় ১০. মহেশ ১২. পলতা ১৫. মহেন্দ্র ১৭. বিরাট ১৯. ভয়াবহ ২১. কানাকানি ২৩. রক্তিম ২৫. শেষ ২৬. নাপিত

**ওপর-নিচ :** ১. পারাবত ২. কজ্জল ৩. অতি ৪. বিশদ ৫. রসায়ন ৮. মমতা ১১. শর ১২. পর্ণ ১৩. চন্দ্র ১৪. বিবি ১৫. মটকা ১৬. নভচর ১৮. অনিকেত ২০. হরষ ২২. নাজিনা ২৪. মগ্ন

## আজকের দিন



- **১৮৫১** — ভারতের প্রথম মালবাহী ট্রেন রুরকি থেকে পিরান কালিয়ার পর্যন্ত চলাচল করে।
- **১৯০৬** — চীনের জিনজিয়াংয়ে ভূমিকম্পে ২৮০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়।
- **১৯৪২** — হিটলার ভি-২ রকেট তৈরির নির্দেশ দেন।

## জন্মদিন



মনোজ মিত্র

১৮৮৭ *বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রর জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দিলীপ দোশীর জন্মদিন।*

## চর্চাবাসর ২৭

অহম রাজাদের নাম থেকে অসম। ডিমাসা কাছারিদের কাছারিবাড়ি থেকে কাছার। শ্রীহট্টের কথায় কাছার মানে "a stretch of land at the foot of a mountain"। বরাক নদীর তীরের ওই অংশ প্রকৃতই ছিল পাথুরে। স্থানীয়রা বলতেন শিলের চর। ব্রিটিশরা আরও সহজ করে বলতেন শিলচর।

— *কলমবীর*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# অবশেষে নতুন চেয়ারম্যান পেল বনগাঁ

## সঙ্গে তৃণমূলে যোগ কংগ্রেস ও নির্দল কাউন্সিলরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ:** নতুন চেয়ারম্যান পেল বনগাঁ। কটাক্ষ বিরোধীদের। বনগাঁর পৌর প্রধানের দায়িত্ব পেলেন দিলীপ মজুমদার। উপ-পৌর প্রধান জোৎস্না আঢ্য। মোট ২২ আসন বিশিষ্ট বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে অভিভাবক পেয়েছে বনগাঁর মানুষ। অভিভাবকহীন পৌরসভার পৌর প্রধানের দায়িত্বভার পাচ্ছেন বনগাঁ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দিলীপ মজুমদার। বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান হিসেবে দিলীপ মজুমদারকেই মনোনীত করেছে দল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা নিয়ে বনগাঁয় তৃণমূল মুখপাত্র তথা প্রাক্তন বিধায়ক সমীর চক্রবর্তী। তিনি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে বনগাঁ পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলর এবং জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তীতে সকলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বনগাঁ পৌরসভায় গিয়ে বৈঠক করে চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের পদত্যাগ নিয়ে যেভাবে তৃণমূল কাউন্সিলরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সামনে আসে, সেখান দাঁড়িয়ে নতুনভাবে চেয়ারম্যান পদে বসে পৌরসভার দায়িত্ব ঠিক কিভাবে দিলীপ সামলান সেদিকেই নজর সকলের। তার হাত ধরে আগামী দিনে বনগাঁর উন্নয়ন কোন মাত্রা পায় সেদিকেই চোখ থাকবে আপামর বনগাঁবাসীর। দিলীপ



মজুমদার জানিয়েছেন, 'চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে এতদিন যে সমস্ত কাজ থমকে ছিল, সেই সমস্ত কাজ করাটাই আমার প্রথম কাজ হবে।'

অন্যদিকে, চেয়ারম্যান ঘোষণার পর বনগাঁ পৌরসভার কংগ্রেস ও নির্দল কাউন্সিলর যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। বনগাঁ পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর ঋতুপর্ণা আঢ্য, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী ও জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের হাত দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে নেয়। এই যোগদানের ফলে বনগাঁ পৌরসভায় কংগ্রেস কাউন্সিলর শূন্য হল। অন্যদিকে, বনগাঁ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাসও এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। এই বিষয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সমীর চক্রবর্তী জানিয়েছেন বনগাঁ পৌরসভার কংগ্রেস ও নির্দল কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছে উন্নয়নে সামিল হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করা কংগ্রেস কাউন্সিলর ঋতুপর্ণা আঢ্য জানিয়েছেন, 'আমার পরিবার তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। এটা কোনও অবাককান্ড নয়। আমি আজ তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলাম। আমাকে গ্রহণ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার বাবা বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য এবং মা-ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান জোৎস্না আঢ্য। ফলে আমি মানুষের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন দেখে তৃণমূলে যোগদান করলাম।' বনগাঁ পৌরসভা এক্সিকিউটিভ অফিসার সুরেশ চন্দ্র হীরা বলেন, 'সরকারি নিয়ম মেনে চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন তাই সেই নিয়ম মেনে করা হয়েছে।' বিজেপি নেতা দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'এতদিন ধরে নাটক করার তো কোন মানেই হয় না। মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি থাকবে মানুষের সঙ্গে। যারা দল বদল করছেন তারা তো তৃণমূলের লোকই। আবার নতুন করে নাটক করার কি আছে? আগামী ২৬ শে মানুষ আর তৃণমূলের ভাওতাবাজির সঙ্গে থাকবে না। বিজেপি সঙ্গে থাকবে।'

# বিজেপির জেলা সভাপতির গাড়িতে তালা!

## ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংসদ ও বিধায়ক দুই ভাইয়ের বাদানুবাদ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর:** বিজেপির জেলা সভাপতির গাড়িতে তালা। অভিযোগের তীর বিজেপি বিধায়ক-সহ তাঁর অনুগামীদের দিকে। যা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ এবং বিধায়ক দুই ভাইয়ের বাদানুবাদ চরমে। মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করছে না বিজেপির জেলা সভাপতি। এই অভিযোগ তুলে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষের গাড়িতে শিকল দিয়ে তালা দিল সুব্রত ঠাকুর ও তাঁর অনুগামীরা। গাড়ি শিকল মুক্ত করা নিয়ে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে সুব্রত ঠাকুরের বাদানুবাদ।

প্রসঙ্গত, চার মাস ধরে গাইঘাটা মণ্ডল ১-এর সভাপতির নাম ঘোষণা করছে না বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি বিকাশ ঘোষ। রবিবার দুপুরে জেলা বিজেপি সভাপতি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলে তাঁর গাড়ির চাকায় শিকল দিয়ে তালা দিয়ে দেন গাইঘাটা বিধানসভার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও তাঁর অনুগামীরা বলে এমনটাই অভিযোগ। যদিও সুব্রত ঠাকুরের দাবি, চার মাস ধরে গাইঘাটা মণ্ডল ১-এর মণ্ডল সভাপতি দেওয়ার কথা বলে যাচ্ছে জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ। কিন্তু দিচ্ছেন না। তাকে ফোন করলে, ফোন ধরছেন না। মণ্ডল সভাপতি না থাকায় ওই এলাকায় তৃণমূল এবং বামেরা জায়গা পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে। আজকে কর্মীদের মধ্যে কেউ বিকাশ ঘোষের গাড়িতে তালা দিয়ে দিয়েছে। আমি তালা দিইনি।' অন্যদিকে, জেলা সভাপতির গাড়িতে তালা দেওয়ার ঘটনা শুনে জেলা সভাপতির গাড়ির তালামুক্ত করেন কেন্দ্র প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। সেই সময় শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুর দুই ভাইয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'মন্ডল সভাপতি নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে সেটা বসে আলোচনা করা যেত। সুব্রত ঠাকুর গাড়িতে তালা দিয়ে ভালো করেনি।' যদিও জেলা বিজেপি সভাপতি বলেন, 'যা বলার শান্তনু ঠাকুর বলেছেন। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' এই বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর বলেন, 'আমরা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা হচ্ছিল। জানতে পারলাম সভাপতি গাড়িতে তালা মেরে রেখেছিল। এটা বিজেপির ব্যাপার আগামীতে আরও হবে।'

# বিএসএফ থেকে সাসপেন্ডের জল্পনা নস্যাৎ করলেন পূর্ণম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ২২ দিন পাকিস্তানে বন্দি থাকার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় দেশে ফেরেন পূর্ণম। এই বছরের এপ্রিলের শেষের দিকে, পহেলগামে জঙ্গিহানার পরপরই পাঠানকোটে সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় পাক রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হয়েছিলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সেই পূর্ণমকে কি বিএসএফ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে? এ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই খবর ঠিক নয় বলে দাবি করেছেন পূর্ণম।

এদিন দিল্লিতে বিএসএফ সূত্রে খবর মেলে, পূর্ণমকে বাহিনী থেকে 'সরিয়ে দেওয়া' হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তও চলছে। তিনি ঠিক কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছিলেন, তাঁর পিছনে আরও কেউ বা কোনও সিন্ডিকেট আছে কি না, তিনি ও পারে আটক থাকাকালীন কোনও অফিশিয়াল তথ্য ফাঁস করেছেন কি-না, এ সবই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' সেই সময় হুগলির রিষড়ার পঞ্চাননতলার হরিসভা লাগোয়া বাড়িতে ছিলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান থেকে বন্দিদশা কাটিয়ে আমি দেশে ফিরেই বাহিনীর কাজে যোগ দিয়েছি। ছ'মাস ধরেই কাজ করছি। বন্দি থাকার সময়ে আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিল। এখন আমার মেয়ে হয়েছে। শিশু সন্তানের জন্য আমি ১০ দিন হল ছুটি নিয়ে রিষড়ার বাড়িতে এসেছি।' তাঁর বিরুদ্ধে বিএসএফ কোনও 'শাস্তিমূলক পদক্ষেপ' করেছে কি না, এই প্রশ্নে খানিকটা থমকে যান পূর্ণম। বলেন, 'আমি এখন হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় কর্মরত। আমাকে সাসপেন্ড করা হয়নি। আমি চাকরিও ছাড়িনি।' তাঁর সংযোজন, 'কাজে যোগ দেওয়ায় ক্ষেত্রে কাগজপত্রের একটা বিষয় থাকে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। যদি কাজের জায়গায় আমার কোনও সমস্যা হয়, তা হলে আপনাদের জানাব।'


**ব্যাংক অফ বরোদা Bank of Baroda**

**কাকদ্বীপ শাখা**
"ললিত ভিলা" গ্রাম + পোস্ট: কাকদ্বীপ, থানা- কাকদ্বীপ, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন- ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি: kakdwi@bankofbaroda.co.in

পরিশিষ্ট-৪ রুল [৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, কাকদ্বীপ শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৬.১১.২০২১ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **আইনি উত্তরাধিকারী শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস বেরা, স্বামী প্রয়াত অসিত বেরা (মৃত ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), শ্রী অঙ্কিত বেরা, পিতা প্রয়াত অসিত বেরা (মৃত ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) এবং অনিত বেরা (নাবালক), পিতা প্রয়াত অসিত বেরা (মৃত ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), ঠিকানা- বিদ্যানগর, গণেশপুর, কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৩৪৭**-কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাত শত সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি হালনাগাদ সুদ, চার্জ সহ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(এ্যাক্ট) এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৭,৪৩,৭৪৭.৬১ টাকা (সতেরো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাত শত সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা মাত্র) ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি হালনাগাদ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া টাকা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

**ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।**

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**২.৫ ডেসিমেল** বাস্তু জমি এবং সেই সঙ্গে একটি নির্মাণাধীন ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা গণেশপুর, জে.এল. নং ১১, থানা কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রতাপ আদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৭৫-এর সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং ৪০৮০, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১২০৯০-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ২৬২৩-এর সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৩৩৯৪-এর অন্তর্গত।
**সম্পত্তিটি শ্রী অসিত বেরা -এর নামে রয়েছে।**
**সম্পত্তির চৌহদ্দি:**- উত্তর- পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ- সুকুমার প্রধানের সম্পত্তি, পূর্ব- রামপ্রসাদ ভকত, পশ্চিম- স্নেহেন্দু দাস।

**তারিখ: ১৯.১২.২০২৫** | **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা** | **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**



**DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY**
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
**E-TENDER**
Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender forone no electrical work (LED Street Light Installation work )from outside bonafide and resourceful contractors. **NIT No.- WBMAD/ULB/DHM/NIT-19/36 4(e)/2025-2026. Bid Submission Start Date: 22.12.2025.** Last date of online submission: **05.01.2026.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
**Diamond Harbour Municipality**



**সংশোধনী**
রেজা- ফর্ম ইউআরসি-২
অ্যাক্ট-এর অধ্যায় ২১-এর পার্ট ১-এর অধীন নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানিজ (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৪(১) অনুসরণক্রমে]
লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ (এলএলপি) অর্থাৎ সুজন রেসিডেন্সি এলএলপি (LLPIN : AAH-2815) [illegible] -কে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর সংক্রান্ত ০৮.১১.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অনুসরণে, ৪ নং প্যারাটি নিম্নরূপ পড়তে হবে :
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে তিনি এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে তার আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), [illegible] এর ঠিকানায় [illegible] পাঠাতে পারেন এবং সেই সঙ্গে সেই আপত্তি একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীদের নাম
সুজন রেসিডেন্সি এলএলপি -র পক্ষে
স্বাঃ/- রাম নরেশ আগরওয়াল
স্বাঃ/- পবন কুমার আগরওয়াল
তারিখ - ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৫ | স্বাঃ/- বিনোদ কুমার আগরওয়াল



**Mogra-I Gram Panchayat**
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
**Notice Inviting e-Tender**
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given below :-
E-NIT No.718/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977471_1
E-NIT No.719/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977449_1
E-NIT No.720/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977562_1
E-NIT No.721/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977569_1
E-NIT No.722/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977582_1
E-NIT No.723/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977585_1
E-NIT No.724/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977588_1
E-NIT No.725/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977570_1
E-NIT No.726/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977575_1
E-NIT No.727/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_977580_1
Last date of Bid Submission : 14/01/2026 at 12:55 Hrs. For details log on https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan,
Mogra I Gram Panchayat



**SBI** | **অ্যাগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার**
প্রথম ফ্লোর, মালাতীর্থ ভবন,
ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার - ৭৩৬১০১
ই-মেল: **sbi.63004@sbi.co.in**
SBI CAR BAZAR | **ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: দেবব্রত রায়। মোবাইল নং- ৮৩৪৮৮৪১৮৪৯, ই-মেল: **sbi.63004@sbi.co.in**

**যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (সংযুক্তি-১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের নোটিশ।**

**ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.০১.২০২৬**
ই-অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- 'আগ্রহী বিডার ০৮.০১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তি এবং ই-অকশন ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য আপডেটের পরেই কেবল বিডারকে প্রি-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে অনেক আগেভাগেই প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ০৫.০১.২০২৬, সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০১.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধক রাখা/চার্জ করা নিচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে **০৮.০১.২০২৬** তারিখে বিক্রি করা হবে ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা বকেয়া রাশি, সেই সঙ্গে সুদ, ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি (বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ বাদে, যদি থাকে) পুনরুদ্ধারের জন্য এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

| জ্ঞাত দ্বায়বদ্ধতা, যদি থেকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সংরক্ষিত মুল্য | বায়না জমা/বিড বৃদ্ধির পরিমান | রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং |
|---|---|---|---|
| প্রস্তুতকারক এবং মডেল: মাহিন্দ্রা ৫৫৫ অর্জুন আল্ট্রা<br>অ্যাকাউন্ট নং : 40839461278<br>রেজিস্ট্রেশন নং : WB 63B 5572<br>ইঞ্জিন নং: NMJ2TAE0178<br>চেসিস নং : MBNBEBBBAMNJ18946<br>স্বত্বাধিকারীর নাম: দীপঙ্কর দে | ২,৫৭,০৪০ টাকা (জিএসটি সহ) যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না | সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ২৫,৭০৪/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা | অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড। ফোন নং ৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯ |
| প্রস্তুতকারক এবং মডেল : মাহিন্দ্রা 585 YUVO 4WD<br>অ্যাকাউন্ট নং- ৪০৮৩৯৪৬১২৭৮<br>রেজিস্ট্রেশন নং : WB 63B 5747<br>ইঞ্জিন নং : ZNL6CPF3064<br>চেসিস নং: MBNSFANBPNZL01996<br>স্বত্বাধিকারীর নাম : দীপঙ্কর দে | ২,২৬,৮০০ টাকা (জিএসটি সহ) যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না | সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ২২,৬৮০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা | অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড। ফোন নং ৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯ |
| প্রস্তুতকারক এবং মডেল: অ্যাচিভার ফুল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার, Euro – III.<br>অ্যাকাউন্ট নং : 43464539727<br>রেজিস্ট্রেশন নং : উপলব্ধ নেই<br>ইঞ্জিন নং: O240694885G<br>চেসিস নং: LT50BK0069<br>স্বত্বাধিকারীর নাম: মামুনি খাতুন<br>নির্মাণের বছর: ২০২৪ | ৮,৩৭,১৪৪ টাকা (জিএসটি সহ) যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না | সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ৮৩,৭১৪/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০০/- টাকা | অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড। ফোন নং ৭৯০৮৯ ৫৪২৯৯ |

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.baanknet.com** লিঙ্কটি দেখুন।

**তারিখ: ২২.১২.২০২৫** | **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: কোচবিহার** | **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI** *Relationship beyond banking*

**বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

**ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

**পরিশিষ্ট- IV-A [রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]**
**অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) -এর বিধান সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **২৮.০১.২০২৬** তারিখে "যেমন আছে সেখানে" বিক্রি করা হবে, "যেমন আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা সহ শাখার নাম | সম্পত্তির বিবরণ | ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ | ১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **বার্নপুর শাখা**<br>অ্যাকাউন্ট নাম: **সুধীর কুমার মাহাতো**<br>**ঋণগ্রহীতাদের নাম:-**<br>**শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রীমতী জিরা দেবী মাহাতো**<br>বার্নপুর, আসানসোলের বাসিন্দা। | সম্পত্তিটি এম এফ প্লাজার চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট (নং- ডি৯), যা মুরগাসোল, গুরুদ্বারের কাছে, এস পি মুখার্জি রোড, আর.এস. প্লট নং ৯৫১, এল.আর. প্লট নং ১১৪৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩১৯, জে.এল. নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং জিরা দেবী মাহাতোর নামে রয়েছে।**<br>**চৌহদ্দি:**- পূর্ব- শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিম- এস.পি মুখার্জি রোড, উত্তর- রাস্তা এবং শ্রী আর পি শ -এর বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা। | ক. ৩০.৪১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।<br>খ. ২৯.০৮.২০২৪<br>গ. ১৬.১১.২০২৪ | ১. ২৫,৭০,০০০.০০ টাকা<br>২. ২,৫৭,০০০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ২. | **সাতগাছিয়া শাখা**<br>অ্যাকাউন্ট নাম: **কাজি সাবিবুর রহমান**<br>**ঋণগ্রহীতাদের নাম:-**<br>**জনাব কাজি সাবিবুর রহমান** (পিতা জনাব কাজি মোফিজার রহমান,<br>**ঠিকানা**- গ্রাম- জাবুই, পোঃঅঃ- জাবুই, মৌজা- জাবুই, থানা- মেমারি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান | সম্পত্তিটি অর্থাৎ জমি এবং ভবন মৌজা - জাবুই, জে.এল. নং ৬৬, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭৯৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৮৭৫-এর অধীনে, গ্রাম ও পোঃ - জাবুই, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪৬-এ অবস্থিত।<br>**চৌহদ্দি:**- পূর্ব- কাজী আব্দুল গণির জমি, পশ্চিম- কাজী মদাস্বর রহমানের জমি, উত্তর- বর্ধমান কালনা রোড, দক্ষিণ- গঙ্গাধর হাজরার জমি। | ক. ৪০.৭৩ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।<br>খ. ১১.১২.২০২৩<br>গ. ১২.০৩.২০২৪ | ১. ১৩,৭৭,০০০.০০ টাকা<br>২. ১,৩৭,৭০০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ৩. | **আসানসোল শাখা**<br>অ্যাকাউন্ট নাম: **শঙ্খদীপ গাঙ্গুলী**<br>**ঋণগ্রহীতাদের নাম:-**<br>**শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলী** পিতা মৃত স্বপন কুমার গাঙ্গুলী, বাসভবন- জে কে নগর প্রজেক্ট কোয়ার্টার, পোঃঅঃ- বিধান বাগ, থানা- রানীগঞ্জ, আসানসোল- ৭১৩৩৩৭ | সম্পত্তিটি পূজা অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট (নং এফ-০৮), যা এস.পি. মুখার্জি রোড, আসানসোল, আর.এস. প্লট নং ৭৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৪৩, জে.এল. নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলীর নামে রয়েছে।**<br>**চৌহদ্দি:**- পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- শ্রী সুশান্ত চ্যাটার্জির বাড়ি, উত্তর- শ্রী দেবব্রত মজুমদার, শ্রী বিশ্বনাথ ভাদুরী এবং শ্রী বালাই দত্তের বাড়ি, দক্ষিণ- শ্রী এ.কে. দত্ত এবং শ্রী নিমাই দাসের বাড়ি। | ক. ২৭.২২ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।<br>খ. ০৩.০১.২০১৯<br>গ. ০৪.০৫.২০১৯ | ১. ১৭,৬৯,০০০.০০ টাকা<br>২. ১,৭৬,৯০০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ৪. | **চিত্তরঞ্জন শাখা**<br>অ্যাকাউন্ট নাম: **সুদীপ ঘোষ**<br>**ঋণগ্রহীতাদের নাম:-**<br>**শ্রী সুদীপ ঘোষ**<br>ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৫ম তল, চিত্তরঞ্জন রোড বাই লেন, রোড নং ৫, অরবিন্দ নগর সালানপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৩৫ | সম্পত্তিটি জে বি রেসিডেন্সির চতুর্থ ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাট, অর্থাৎ ফ্ল্যাট নং ৫০২, যা অরবিন্দ নগর, মৌজা - বারামুরি, জিতপুর উত্তর রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আর.এস. প্লট নং ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮১৮, ৮১৯, এল.আর. প্লট নং ২২৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৯, জে.এল. নং ০৬, মৌজা - বারামুরি, থানা - সালানপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুদীপ ঘোষের নামে রয়েছে।**<br>**চৌহদ্দি:**- পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- রাস্তা, উত্তর- সুবোধ দত্তের বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা। | ক. ১৯.৬৩ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।<br>খ. ২৯.০৮.২০২৪<br>গ. ১৬.১১.২০২৪ | ১. ২০,৩৯,০০০.০০ টাকা<br>২. ২,০৩,৯০০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ৫. | **বালসি শাখা**<br>অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রীমন্ত পাল**<br>**ঋণগ্রহীতার নাম:-**<br>**শ্রীমন্ত পাল** | **গাড়ির ধরণ : এগ্রিকালচারাল ট্রাক্টর**<br>**গাড়ির নম্বর : WB68AC0044**<br>**চেসিস নং : MEA0AD05HK2262595**<br>**ইঞ্জিন নং : SJ327A68285**<br>**মডেল : MF7250 DI** | ক. ৪.৯০ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। | ১. ১,৭২,৭০০.০০ টাকা<br>২. ১৭,২৭০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |
| ৬. | **শাহাপুর শাখা**<br>অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রীমতী মমতা বেরা**<br>**ঋণগ্রহীতার নাম:-**<br>**শ্রীমতী মমতা বেরা** | **গাড়ির ধরণ : এগ্রিকালচারাল ট্রাক্টর**<br>**গাড়ির নম্বর : WB42BD1187**<br>**চেসিস নং : 1VY5050DLNA051885**<br>**ইঞ্জিন নং : PY3029D696363**<br>**মডেল : Jone Deere 5050D V1 4WD** | ক. ১১.১৫ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। | ১. ৪,২৭,০০০.০০ টাকা<br>২. ৪২,৭০০.০০ টাকা<br>৩. ১০,০০০.০০ টাকা |

**নিয়ম ও শর্তাবলী:**

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৮.০১.২০২৬ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৭.০১.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন এবং ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৮.০১.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) অধীন ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিসও।

**তারিখ: ২০.১২.২০২৫** | **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান: দুর্গাপুর** | **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**



**KVB Karur Vysya Bank** *Smart way to bank*

**দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,**
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯ যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ইমেল : **head.arbkolkata@kvbmail.com**

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ২৮.০১.২০২৬**

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৮.০১.২০২৬ তারিখে** দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে।

**ক্রম নং ১). ১). মেসার্স মা মেডিক্যাল ডায়গনস্টিক সেন্টার (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী : **শ্রীমতী শিপ্রা বিশ্বাস** ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **এবং আরও** ৮৩ কাস্থা ডাঙ্গা রোড, ১২৭ ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **২) শ্রী রঞ্জন বিশ্বাস (জামিনদাতা)** ১৯১এ এবং ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **মোট বকেয়া : ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী ১,৪৪,১৮,৬৫৮.৫৫ টাকা** (এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ আঠার হাজার ছশো আটান্ন টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

**ক্রম নং ২). ১). রঞ্জন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** ১৯১এ, ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ ২) **শ্রীমতী শিপ্রা বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** ১৯১এ, ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **মোট বকেয়া : ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী ১,৯৫,৫৩,২৫৩.৮৮ টাকা** (এক কোটি পঁচানব্বই লাখ তিপান্ন হাজার দুশো তিপান্ন টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

**ক্রম নং ৩). ১). মেসার্স মা মেডিক্যাল হল (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বাধিকারী : **শ্রীমতী শিপ্রা বিশ্বাস** ১৯১এ, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **এবং আরও** ৮৩ কাস্থা ডাঙ্গা রোড, ১২৭ ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **২) শ্রী রঞ্জন বিশ্বাস (জামিনদাতা)** ১৯১এ এবং ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ **মোট বকেয়া : ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী ৩১,০৯,৯৭২.০৫ টাকা** (একত্রিশ লাখ নয় হাজার নশো বাহাত্তর টাকা এবং পাঁচ পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**

**দফা নং ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক জমি এবং ভবন পরিমাপ ২০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং অবস্থিত ডাক প্রেমিসেস নং ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৬১, খতিয়ান নং ১৪৫৪ এবং ১৪৫৬। দাগ নং ১১৭৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪ , জেএল নং ১৭, আরএস নং ১১৭৩, মৌজা : সরশুনা সম্পত্তি শ্রী রঞ্জন বিশ্বাস এর নামে। জমির চৌহদ্দি :
উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
দক্ষিণে : শ্রীমতি রানু বিশ্বাসের জমি। পশ্চিমে : শ্রী সুনীল বিশ্বাসর জমি।
*(উক্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ক্রম নং ১ এবং ৩ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন)।*

**দফা নং ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত তিনতলা ভবন পরিমাপ ৩ কাঠা ৮ বর্গফুট কমবেশি, ঢাকা এরিয়া ৮৭০ বর্গফুট বা ৭২.৪৯ বর্গ মিটার প্রতি তলে, মোট ২৬১০ বর্গফুট তিনটি তলে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৯১এ, ডাক প্রেমিসেস নং ১৯১বি, কাস্তা ডাঙ্গা রোড, ওয়ার্ড নং ১২৭, কলকাতা পুরসভা অধীন, থানা ঠাকুরপুকুর বর্তমানে সরশুনা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০০৬১, খতিয়ান নং ১৪৫৬ , দাগ নং ১১৭৩, জেএল নং ১৭, মৌজা সরশুনা, সম্পত্তি শ্রী রঞ্জন বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শিপ্রা বিশ্বাস এর নামে। চৌহদ্দি :
উত্তরে : কাস্তাডাঙ্গা রোড। পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
দক্ষিণে : শ্রীমতি রানু বিশ্বাসের জমি। পশ্চিমে : শ্রী সুনীল বিশ্বাসের জমি।
*(উক্ত সম্পত্তি বন্ধক রেখে ক্রম নং ২ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন।)*

*(উক্ত সম্পত্তি দফা ১ এবং দফা ২ স্বত্ব দখলীকৃত)*
*(আরপি দফা নং ১ এবং দফা নং ২ এর, এসএ নং ৪৫৮/২০১৯, ৪৫৯/২০১৯, ১৫৩/২০২০)*

| সংরক্ষিত মূল্য : ১,৩৫,০০,০০০ টাকা | ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ১৩,৫০,০০০ টাকা | ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ৫০,০০০ টাকা |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| সম্পদ পর্যবেক্ষণ | **সকল কাজের দিন - ২২.১২.২০২৫ থেকে ২৭.০১.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত** |
| অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় | **তারিখ ২৭.০১.২০২৬**<br>**সময় : বিকেল ৫টা।** |
| ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে **২৮.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে,** বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ। |
| নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম | অ্যাকাউন্ট নং : ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড : KVBL0001101<br>অ্যাকাউন্টের নাম : বিড কালেকশন এ/সি-সারফেসি<br>ই-অকশন প্রসিড : অ্যাকাউন্টের নাম। |
| যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং | **শ্রী সমীর ঘোষ, (ফোন : ৬৩৮২৩৭৩৬৮২) samirghosh@kvbmail.com** |

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **https://www.kvb.bank.in/property-under-auction/** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

**বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে**

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

**তারিখ : ১৯.১২.২০২৫** | **অনুমোদিত অফিসার**
**স্থান : কলকাতা** | **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.**

# অতিরিক্ত ট্র্যাফিক পুলিশের চাপে পাণ্ডবেশ্বরে বিপাকে টোটো চালকরা

## প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি জিতেন্দ্র তিওয়ারির



**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** রবিবার সাতসকালে পাণ্ডবেশ্বর ট্রাফিক গার্ডের অধীনস্থ প্রায় সমস্ত এলাকারই টোটো পরিষেবা বন্ধ রাখল টোটো মালিকরা। পাণ্ডবেশ্বরের বাজার এলাকায় এদিন বহু সংখ্যক টোটো মালিক জমায়েত হন এবং রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে প্রশাসনের অতিরিক্ত চাপকে সামনে রেখে এদিন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তবে সেই সময় পাণ্ডবেশ্বরের সেই রাস্তা দিয়ে পার হচ্ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তিনি গাড়ি থেকে নেমে পৌঁছান বিক্ষোভকারীদের মাঝে এবং তিনিও টোটো মালিকদের পাশে থেকে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ করেন এবং সরকারকে তীব্র হুঁশিয়ারি দেন।

প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই রাজ্য সরকার এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে নির্দেশ এসেছে রাস্তায় চলাচলকারী প্রতিটি টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। টোটো চালকদের কথা চিন্তাভাবনা করে দফায় দফায় সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু এবার আর নয়, পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই রাস্তায় চলাচলকারী সমস্ত টোটোকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। নইলে দিতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা। কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের জন্য ধার্য করার সময়সীমা এখনো ১০ দিন বাকি থাকার সত্বেও প্রশাসনের অতিরিক্ত চাপে ভোগান্তিতে পড়েছে টোটো চালকরা বলেই অভিযোগ। সেই কারণেই রবিবার সকাল থেকে পাণ্ডবেশ্বর ট্রাফিক গার্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকা থেকে টোটো চালকরা পাণ্ডবেশ্বর বাজার এলাকায় জমায়েত হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। টোটো মালিকদের অভিযোগ, 'বেশ কয়েকদিন ধরে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আমাদের টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য বারংবার নির্দেশ দিয়েছে, আমরা প্রশাসনের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে জানিয়েছিলাম যে নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই আমরা টোটো রেজিস্ট্রেশন করে নেব। কিন্তু হঠাৎ করেই গতকাল দুই ট্রাফিক সিভিক ভলান্টিয়ার আমাদেরকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং পরে এক অফিসার এসেও আমাদের জানায় যে আজকের মধ্যে টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। কিন্তু আমাদের দাবি, সরকার ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু তার আগে আমাদেরকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা কেন হচ্ছে?' অন্যদিকে আরেক টোটো চালক জানান, 'আমরা সারা দিনে টোটো চালিয়ে মোটের উপর ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা ইনকাম করে কোন রকমে সংসার চালাই। আমাদের পক্ষে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে পরিমাণ ফি ধার্য করা হয়েছে সেটা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবুও আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কেন ব্যাংক একাউন্ট চাওয়া হচ্ছে?' অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি জানান, 'সামান্য দু-পয়সা ইনকাম করার টোটো চালকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা ধার্য করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে এবং কি কারণেই বা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাওয়া হচ্ছে?' তিনি আরও বলেন, 'গরীব মানুষের ভোট নিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক হয়েছেন, সরকার গড়ছেন, আর আজ সেই গরীব মানুষের পেটেই লাথি দিচ্ছেন আপনারা। আগামী দিনে এই দিনআনা দিনখাওয়া মানুষ জনই সঠিক জবাব দেবে।' বিজেপি নেতার কথায়, 'টোটো রেজিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে আমরা নই, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন যেন ফ্রিতে হয়, সে ব্যবস্থাই করতে হবে সরকারকে।' সবমিলিয়ে টোটো'মালিকদের টোটো পরিষেবা বন্ধ এবং টোটো মালিকদের বিক্ষোভে বিজেপি নেতার অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে রবিবার সরগরম হয়ে উঠল খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর। এখন দেখার ভবিষ্যতে টোটো মালিকদের কথা চিন্তাভাবনা করে সরকার কী পদক্ষেপ নেয়।

# আরামবাগে হতে চলেছে মিঠুন ও সুকান্তর সভা

## আপ্লুত বিজেপি কর্মীরা



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে দল যাতে আরামবাগ মহকুমায় ভালো ফলাফল করতে পারে, সেই জন্য ইতিমধ্যেই বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা আরামবাগে আসতে শুরু করেছেন। আগামী ২৮ ডিসেম্বর পুরশুড়া বুকে নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। অপরদিকে ২৬ ডিসেম্বর সভা ও মিছিল করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই দুই হেভিওয়েট বিজেপি নেতাকে আরামবাগ মহকুমায় নিয়ে এসে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি মাস্টার স্ট্রোক দিতে চলেছে। বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচির তুলনায় বর্তমানে তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মসূচি অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এইরকম পরিস্থিতিতে সুকান্ত মজুমদার ও মিঠুন চক্রবর্তীর আরামবাগে আসা বিজেপির রাজনৈতিক সংগঠন যেমন মজবুত হবে, তেমনি জনসাধারণের মধ্যেও গড়তে রাজনীতিতে বিজেপিকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এ বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, '২০২৬ সালে বিজেপি সরকারে আসবে। সেই লক্ষ্য রেখে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের ময়দানে নামছে বিজেপি নেতৃত্ব। এইজন্য আমাদের এই দুই নেতা আরামবাগ পুরশুড়ায় সভা ও মিছিল করতে আসছেন। এটা কোনও রাজনৈতিক চমক নয় বা মাস্টারস্ট্রোক নয়। পশ্চিমবাংলার মানুষ দুর্নীতি মুক্ত একটি সরকার চাইছে। তৃণমূলের দুর্নীতি স্বজনপোষণের মুখোশ খুলে দিতে বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আরামবাগে আসছেন ও অপরদিকে মিঠুন চক্রবর্তী সভা করবেন। বিগত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল সরকারের যে নগ্ন রূপ তা জনগণের কাছে তুলে ধরবে বিজেপি নেতারা। ২০২৬ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়বে এটা কালের নিয়মে লেখা হয়ে গেছে।' অপরদিকে, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন, 'বিজেপির সবচেয়ে বড় চমক ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি আরামবাগে অনেকবার এসেছেন। কিন্তু কোনও প্রভাব পড়েনি। আরামবাগের মাটি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। এখানে বিজেপি কোনও দাঁত ফোটাতে পারবে না।' অন্যদিকে আরামবাগের সিপিআম নেতা পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি বলেন, 'ভোট আসলেই হেভিওয়েট নেতারা আসবেন। কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবেন। ভোট হয়ে গেলেই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যাবেন। বছরের ২ কোটি চাকরি দেওয়ার কথা বলছিল বিজেপির উচ্চ নেতৃত্ব। এখন কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র দুর্নীতি হচ্ছে। মানুষকে নিজের বিবেচনা ও বুদ্ধি বিচার করেই ভোট দিতে হবে। স্বচ্ছ ভোট হলে ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টে যাবে।' সবমিলিয়ে বিজেপির হেভিওয়েট এই দুই নেতার আগমনকে ঘিরে আরামবাগে রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে।

# কাগজের মণ্ড দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন নবদ্বীপের শিবশংকর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** আজ শুধু নদিয়া নয়, গোটা দেশের গর্ব নবদ্বীপের অঙ্কন শিক্ষক শিব শংকর সাধুখাঁ। পেশায় তিনি অঙ্কন শিক্ষক হলেও শিল্পী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তাঁর। দীর্ঘ প্রায় ৩২ বছর ধরে পেপার ম্যাচি বা কাগজের মণ্ড দিয়ে শিল্পকর্ম করে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করেছেন তিনি। সেই নিরলস সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসেই দিল্লিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করলেন শিব শংকর বাবু। এর আগেও তাঁর ঝুলিতে ছিল একাধিক জেলা ও রাজ্য স্তরের পুরস্কার। বিভিন্ন পুরস্কারের পাশাপাশি তিনি ন্যাশনাল মেরিট অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন। তবে এবছর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সরাসরি জাতীয় স্তরের পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁর শিল্পী জীবনের এক অনন্য প্রাপ্তি। পেপার ম্যাচি বা কাগজের মণ্ড তৈরির পদ্ধতিও তাঁর ব্যতিক্রমী। পুরনো, বাতিল কাগজ জল দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে তা কাদার মতো উপাদান তৈরি করা হয়। এরপর কাগজের মণ্ডের সাথে আঠা মিশিয়ে তৈরি হয় এমন এক মাধ্যম, যা দেখতে মাটির মতো হলেও শুকিয়ে গেলে অত্যন্ত শক্ত হয়। একই সঙ্গে মাটির তুলনায় ওজন অনেকটাই হালকা হওয়ায় বড় আকারের শিল্পকর্ম তৈরি করাও তুলনামূলক সহজ হয়। এই কাগজের মণ্ড দিয়েই শিব শংকর সাধুখাঁ তৈরি করেছেন একের পর এক অনবদ্য শিল্পকর্ম। দেবদেবীর মূর্তি, জীবজন্তু, থালা-বাসন থেকে শুরু করে নানা রকম নান্দনিক মডেল সবই তাঁর শিল্পীসত্ত্বার পরিচয় বহন করে। এর আগে তিনি তৈরি করেছেন বড় আকারের কুমির, চৈতন্যদেব ও বুদ্ধদেবের মূর্তি, গণেশ, অশোক স্তম্ভ, নৃসিংহদেবের মূর্তি, ফুলদানি এবং বিভিন্ন বনসাই মডেল। তবে যে শিল্পকর্মটির জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কারে নির্বাচিত হয়েছেন, সেটি হল 'ইন্ডিয়ান ওয়াটার সেভিং উইম্যান।' জল সংরক্ষণের সামাজিক বার্তা তুলে ধরা এই মডেলটি প্রতিযোগিতায় পাঠানোর পর বিচারকমণ্ডলীর বিশেষ নজর কাড়ে। বিষয়বস্তু, ভাবনা ও শিল্পনৈপুণ্যের জন্য সেটিকেই সেরা মডেল হিসেবে বিবেচনা করে ভারত সরকার, আর তার ফলেই অঙ্কন শিক্ষকের ঝুলিতে আসে জাতীয় সম্মান। শিব শংকর সাধুখাঁ বলেন, 'বর্তমানে তাঁর কাছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দিল্লি, ব্যাঙ্গালোরের মতো শহর থেকেও অর্ডার আসছে।' পছন্দমতো নকশা ও মডেল তৈরি করে দেওয়ার সক্ষমতা তাঁর রয়েছে। বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে তিনি এই শিল্পকর্ম বিক্রি করেন। এছাড়াও বাড়ি থেকেই অনলাইন মাধ্যমে পাইকারি ও খুচরো বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। শিব শংকর বাবু এও জানান, প্রথমে শখের বশে শুরু হলেও, আজ এই শিল্পই তাঁর নেশা এবং পেশা দুটোই হয়ে উঠেছে। নবদ্বীপের এই শিল্পীর সাফল্য আগামী দিনে আরও অনেক তরুণ শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।



*রবিবার পশ্চিমবঙ্গ ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন নদিয়া জেলা কমিটির অন্যতম নদিয়া জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার শাখা কমিটির উদ্যোগে করিমপুর ২ নম্বর ব্লকের মহিষবাথান ব্লক কমিটির ব্যবস্থাপনায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৩ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফুলনদেবী হালদার এবং সংগঠনের জেলা ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।*

# ভাগীরথীর চর নিয়ে সরগরম শ্যামপুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর:** শীতের সময়ে ইটভাটাগুলিতে মাটির চাহিদা থাকে তুঙ্গে। আর হাওড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শ্যামপুরের অর্থনীতি নির্ভর করে ইট শিল্পের উপর। বলাই বাহুল্য ইটভাটার মালিকরা এই সময়ে প্রচুর মাটি কেনেন। এই মাটি আসে কোথা থেকে? জানা গিয়েছে, এই মাটির অধিকাংশ অংশ যোগান দেয় শ্যামপুরের পাশ দিয়ে চলা তিনটি নদী দামোদর, রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর চর। ইটভাটার মালিকরা চর লিজ নেয়। প্রয়োজনে ভাটা এলাকা থেকে মাটি তোলে আবার বাইরে থেকে মাটি এনে জমা করে। তিনটি নদীর বুক থেকে পলিও তোলে। আর এই ধরনের অভিযোগের উপর দাঁড়িয়েই বহু বছর ধরে চলে আসছে ইট শিল্প। সম্প্রতি, শ্যামপুরের শিবগঞ্জে ভাগীরথী কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে চর দখল করে খেলার মাঠ, পার্ক তৈরি করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। আর এই বিষয়টিকে শ্যামপুরে রাজনৈতিক জমি তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু চরের বুকে মাটি ফেলে তা এলাকার মানুষের জন্য মাঠ,পার্ক তৈরির চেষ্টা কেন করা হয়েছিল? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মিলেছে অদ্ভুত এক তথ্য। জানা গিয়েছে, ভাগীরথীর এই এলাকার চর থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই মাটি তুলে বিক্রি করা হচ্ছিল। আবার একটি ইটভাটাকে ও চর দখলের দেওয়ার জন্য টাকার খেলা চলেছিল। আর এই খবর কানে আসতেই ব্যক্তি আওতাধীনে চর চলে যাওয়ার আগেই সমষ্টিগত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয় ভাগীরথী কো-অপারেটিভ। কারণ মাটি মাফিয়াদের হাত থেকে চর বাঁচাতে এই কৌশল জরুরি বলে মনে করছে শিবগঞ্জের মানুষ। যদিও চর দখলের জন্য অভিযোগ ওঠায় আপাতত মাঠ তৈরির কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভাগীরথী কো-অপারেটিভ স্যোসাইটির সম্পাদক শৈলেন সামন্ত। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'সব দিক থেকেই অনুমতি নিয়ে কাজ হবে। আমরা যে দপ্তরের জমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। দপ্তরের মনে হলে, যে দিন খুশি জমি ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু মাটি মাফিয়াদের হাতে ভাগীরথীর চরকে তুলে দেওয়া হবে না। এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই এই কাজ হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, ভাগিরথীর চরকে নিয়ে এই ধরনের কার্যকলাপে এখন জোর সরগরম শ্যামপুর-একথা বলাই যায়।

# '২৬-এ নির্বাচনে জয় নিশ্চিত', আউশগ্রামে মন্তব্য শতাব্দীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** '২৬-এর ভোটে আমরাই জিতব, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভীষণভাবে জিতব, অনেক বেশি ভোটে জিতব' এমনই দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করলেন বীরভূমের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শতাব্দী রায়। রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-২ ব্লকে ব্লক সভাপতি আব্দুল লালনের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল ব্যবধানে জয়ের আশা প্রকাশ করেন। এদিন এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, 'এসআইআর-এর আতঙ্কে কোথাও নাম না থাকা, কোথাও তথ্যের ভুলের কারণে বহু মানুষ চরম মানসিক চাপে পড়েছেন। এমনকি কেউ কেউ আত্মঘাতীও হয়েছেন। আত্মহত্যার আগে সুইসাইড নোট পর্যন্ত লিখে গেছেন অনেকে। আমরা কমিশনের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু দিল্লির সরকার বা কমিশন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।' পাশাপাশি শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় যাওয়ার পথে ট্রেনের ধাক্কায় তিনজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার প্রশংসা করেন শতাব্দী রায়। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলের কর্মী হলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, এই সৌজন্যতাবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। এমন মানবিকতা সকলের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন।' মরহুম হালিম হালিমা স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়েছিল, রবিবার তার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হয় আউশগ্রামের গেঁড়াই ফুটবল ময়দানে। সাংসদ শতাব্দী রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অসিত মাল। খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সিমনোরী মেঘা ট্রেডার্স বনাম বর্ধমান কাজল একাদশ রায়না। সেখ আবদুল লালন পরিচালিত এই ফুটবল প্রতিযোগিতা ও দাতা লালন মেলায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার মানুষ। এস,এম,ডি পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় রাসবিহারী হালদার-সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা ও বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি স্বার্থক হয়ে ওঠে। এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ট্রাইবেকারে ৫-০ গোলে জয়ী হয় বর্ধমানের রায়না কাজল একাদশ। এদিন পুরস্কার হিসেবে জয়ী দলকে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৬ টাকার চেক ও ট্রফি এবং রানার্স দলকে ১লক্ষ ২২ হাজার ২২২টাকার চেক ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এদিন খেলা ও অনুষ্ঠান দেখতে মাঠে ফুটবল প্রেমী মানুষদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত।

# ধারসোনা গ্রামে এমএলএ কাপে হাজির অভিনেতা খরাজ



**নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট:** পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর উদ্যোগে এমএলএ কাপ-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় রবিবার। ৮ দল নিয়ে শুরু হয় খেলা। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর বলে জানা গিয়েছে। রবিবার প্রথম খেলায় মুখোমুখি অংশগ্রহণ করে, জয়পুর রবীন্দ্র সংঘ বনাম অসিত চ্যাটার্জি একাদশ, বর্ধমান। খেলার নির্ধারিত সময়ে গোল শূন্য ভাবে শেষ হয়। টাই বেকারের মাধ্যমে জয়লাভ করে অসিত চ্যাটার্জি একাদশ। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলার সিনেমা জগতের বিখ্যাত কমেডিয়ান খরাজ মুখার্জি, আউশগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক অভেদা নন্দ থান্ডার, গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি,মঙ্গলকোট বিধানসভার বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী, কাটোয়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রি, মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ, কৈশোর ফাঁড়ির আইসি মৃদুল ঘোষ এবং বিশেষ অতিথিরা। এদিন মাঠে খেলা দেখার জন্য দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন খরাজ মুখার্জি দর্শকের উৎসাহ দেখে অভিভূত হন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকটি বাংলা সিনেমার ডায়লগ ও গান গেয়ে সকলের মন জয় করে নেন তিনি।

# স্বামীকে খুন, কাঠগড়ায় স্ত্রীর প্রেমিক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা:** প্রাণটাই চলে গেল স্বামীর। খুনের অভিযোগ স্ত্রীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। কয়েক বছর আগেই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এলাকারই এক বলাগড়ের এক যুবকের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যে তা জানতেও পেরে যান স্বামী। তা নিয়ে ঝামেলাও হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সম্পর্কে ধরে ফাটল। এরইমধ্যে এবার একেবারে রক্তপাত। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মগরার শেরপুরে। এখানেই বাড়ি প্রসেনজিৎ দাসের (৩৬)। তাঁকেই ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁরই স্ত্রী রত্না দাসের প্রেমিক সুব্রত ভক্তর বিরুদ্ধে। সুব্রতর বাড়ি বলাগড়ের নিত্যানন্দপুরে। এদিকে প্রসেনজিৎ রত্নার বিবাহিত জীবন ১৪ বছরের। তাদের এক সন্তানও রয়েছে। প্রসেনজিতের মা কল্পনা দাস গোটা ঘটনায় সরাসরি অভিযোগ করছেন পুত্রবধূর প্রেমিকের দিকেই। তিনি বলছেন, শনিশ্ববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সুব্রত মদ খেয়ে তাঁদের বাড়িতে আসে। অনেক ডাকাডাকিও করে। প্রসেনজিতের নাম ধরে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে। ছোট ছেলে প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধর করে বলে জানাচ্ছেন তিনি। এরইমধ্যে ওই সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল প্রসেনজিৎ। ভাইকে মার খেতে দেখে সে বাঁচাতে যায়। তখনই সুব্রতর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। অভিযোগ, তখনই ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে সুব্রত। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মগড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের আটকও করেছে পুলিশ।

# মামাবাড়িতে আত্মঘাতী যুবতী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** মামাবাড়িতে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে এক যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত খাজুরা গ্রামে। মৃত ওই যুবতীর নাম অন্বেষা কৈবর্ত (৩০)। তার বাড়ি রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের রামকানালি গ্রামে হলেও সে ছোট থেকেই তার মামার বাড়ি খাজুরা গ্রামেই থাকত। রবিবার সকালে মামাবাড়ির একটি ঘরের মধ্যে তাকে ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার পরিবারের আত্মীয়রা দেখতে পেলে চিৎকার চেঁচামেচি করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হলে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দুপুরে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল থেকে দেহটি পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য রঘুনাথপুর থানার পুলিশ। মৃতের আত্মীয় সমর কৈবর্ত জানান, 'অন্বেষার বিয়ে দেওয়ার জন্য সম্প্রতি সম্বন্ধ এসেছিল বাড়িতে। সম্বন্ধ আসার পর সে তাদের জানিয়েছিল ওই পাত্রকে সে বিয়ে করবে না। সেই মত ওই বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া হয়। সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। আর মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটায়।'

# বালুরঘাটে ভারতীয় সেনার শক্তি প্রদর্শন, কড়া বার্তা সীমান্তে



**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সাম্প্রতিক উত্তেজনার মাঝে বালুরঘাটে দুই দিনব্যাপী 'স্বশক্ত সেনা, সমৃদ্ধ ভারত' প্রদর্শনীর মাধ্যমে নিজেদের শক্তিমত্তা তুলে ধরছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ব্রহ্মাস্ত্র কোরের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াই এস আহলাওয়াত, মেজর জেনারেল বিজয় কুমার আর, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি কার্যত এক বিশাল সেনা মেলায় পরিণত হয়। এছাড়াও সেদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন, জেলার তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বুধুরাই টুডু, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সত্যেন রায়-সহ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে, বালুরঘাট স্টেডিয়ামে আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যান্ডের মাধ্যমে স্টেডিয়ামে উপস্থিত সমস্ত দর্শকের মন জয় করে নেয় ভারতীয় সেনা। প্রদর্শনীতে ১৫৫ মিমি নোগ্রাস কামান, ড্রোন ও রোবট কুকুরের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি ছিল হেলিকপ্টার থেকে প্যারাজাম্পিং। কুমায়ুন ও গোরখা রেজিমেন্টের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আর্মি ডগদের কসরত দর্শকদের নজর কেড়েছে। সীমান্তে নিরাপত্তার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি যুবসমাজকে সেনাবাহিনীতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। সবমিলিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত শহর বালুরঘাটে আয়োজিত এই সেনা মেলা একদিকে যেমন সীমান্তের ওপারে কড়া বার্তা পৌঁছে দিল, ঠিক তেমনি স্থানীয় সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার আশ্বাস ও দেশপ্রেমের সঞ্চার করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এবিষয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রদর্শণীর মূল লক্ষ্য হলো একদিকে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি বিশ্বকে জানানো, অন্যদিকে দেশের তরুণ প্রজন্মকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করা।'

# ১০০ দিনের প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** মনরেগা-র নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদে ২৪শে ডিসেম্বর লোকভবন ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস। আগামী ২৪ ডিসেম্বর লোকভবন ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছে দলটি। দুর্গাপুরে এক সভা থেকে এই ঘোষণা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। শনিবার দুপুর দুটোয় তিনি বলেন, '১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা অবিলম্বে মেটাতে হবে। যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কয়েকজনের অপরাধে কেন গ্রামীণ মানুষের কাজ বন্ধ থাকবে, তার জবাব চাওয়া হবে।' মনরেগা-র নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মহাত্মা গান্ধীর নাম থাকলে আপত্তি ছিল না, কিন্তু 'শ্রী' যোগ করা অনুচিত। যার নামের আগে মহাত্মা রয়েছে, তার আগে-পরে কিছু যোগ করা উচিত নয়।' শুভঙ্কর সরকার আরও বলেন, 'ভবিষ্যতে কংগ্রেস রাজ্যের দায়িত্ব নেবে এবং কংগ্রেসের আদর্শে শিল্প ও কর্মসংস্থানের নতুন দিশা তৈরি হবে।'

# কুমারগঞ্জে দীপু দাস হত্যার প্রতিবাদ বামেদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক হামলা এবং যুবক দীপু দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরব হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। রবিবার সিপিআই(এম) কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কুমারগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি গোপালগঞ্জে এসে পৌঁছালে সেখানে একটি পথসভা করা হয়। সভা থেকে দীপু দাসের খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির জোরালো দাবি ওঠে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ-সহ ভারত তথা বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে সংখ্যালঘুদের ওপর চলা বৈষম্য ও আক্রমণ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তরফে রণজিৎ কুমার তালুকদার, মোফাজ্জল হোসেন এবং সুনীল কিস্কু। তাঁরা স্পষ্ট জানান, সংখ্যালঘু নিপীড়ন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। হামলাকারীদের অবিলম্বে দমন করা না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাম নেতারা।

# বাংলাদেশি সন্দেহে পাণ্ডুয়ায় গ্রেপ্তার যুবক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** যুবকের কাছে থেকে পাসপোর্ট বা ভিসা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশি সন্দেহে হুগলির পাণ্ডুয়া থেকে গ্রেপ্তার এক যুবক। ধৃতের নাম রিয়াদ হাসান। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি ফের উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশ। এ দিকে বাংলায় চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া। এই প্রেক্ষাপটে রিয়াদ-এর গ্রেপ্তারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে এই যুবক দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এরপরে টালিগঞ্জ এলাকার কাছে বসবাস শুরু করেন তিনি। সম্প্রতি পাণ্ডুয়ার তিন্না এলাকায় থাকা শুরু করেছিলেন রিয়াদ। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছিলেন তিনি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছে ভারতের বৈধ নাগরিক হওয়া বা এ দেশে থাকার জন্য উপযুক্ত নথি পাওয়া যায়নি। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। আদালতে তোলার আগে ধৃত যুবক সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে তিন বছর আগে এসেছিলাম। বরিশালে আমার বাড়ি। এখানে টালিগঞ্জে থাকতাম। ডাক্তার দেখানোর জন্য পাণ্ডুয়ায় এসেছিলাম।' কোন উদ্দেশ্যে তাঁর এপার বাংলায় পা রাখা? খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

# কেন্দ্রীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা

## সেজে উঠছে কামারপুকুর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** সেজে উঠছে কামারপুকুর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরকে সাজিয়ে তুলছে প্রশাসন। ন্যাশানাল স্তরের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা। কামারপুকুর গদাধর শিশু উদ্যানের পাশে পার্কিং তৈরি হচ্ছে, তার কাজ চলছে জোর কদমে। খুশি কামারপুকুরবাসী।

প্রসঙ্গত, জয়রামবাটি, কামারপুকুর ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মঙ্গলবার কামারপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে বোর্ডের সম্পাদক তথা কামারপুকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, আরামবাগ মহকুমা শাসক রবি কুমার, আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী, গোঘাট থানার ওসি মধুসূদন পাল। পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে কামারপুকুরের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে 'জয়রামবাটি কামারপুকুর ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' তৈরি হয়। ইতিমধ্যেই এই বোর্ডকে ১০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করে রাজ্য সরকার। সেই মতো কাজও শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে কামারপুকুরের বাসিন্দা সাহেব ব্যানার্জী জানান, 'কামারপুকুর জয়রামবাটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার পদধূলি ধন্য পবিত্র জায়গা। বহু পর্যটক আসেন। তাই এই পার্কিং জোনের খুব প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের পর কাজের গতি বেড়েছে।' সবমিলিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য কামারপুকুর সেজে ওঠায় খুশি এলাকার মানুষ।

# কংগ্রেসের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার: মোদী

**ডিব্রুগড়, ২১ ডিসেম্বর:** বিগত দিনে কংগ্রেসের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে সে সবের সংশোধন করতেই গত বারো বছরে বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের দিন যাচ্ছে। নামরূপ সার কারখানার আধুনিকীকরণ বা কৃষকদের সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস কোনও দিন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। কংগ্রেস আমলে এই সার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার দেশজুড়ে একাধিক নতুন কারখানা স্থাপন করেছে। রবিবার উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত নামরূপে ১০,৬০১ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে প্রস্তাবিত ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্রাউনফিল্ড অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার উৎপাদন প্ল্যান্টের ভূমিপূজন ও শিলান্যাস করে কয়েক হাজার জনতার উপস্থিতিতে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে এমনই বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার উৎপাদন প্ল্যান্টের জন্য ভূমি পূজন এবং শিলান্যাস করে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রস্তাবিত এই প্রকল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, 'আজ অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য নয়া দিন। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। নামরূপ ইউরিয়া কারখানা স্থানীয় কৃষকদের সহায়তা করার পাশাপাশি অসমের যুবক-যুবতীদের জন্য হাজার-হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।' মোদী বলেন, 'এই প্রকল্প চালু হয়ে গেলে অসম সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল নয়, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশের সারের প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আজ অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। ডিব্রুগড় এবং নামরূপ যে স্বপ্নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল, তা আজ পূরণ হতে চলেছে। গোটা এই অঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে। ডিব্রুগড়ে আসার আগে গতকাল গুয়াহাটিতে বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন করা হয়েছে। সবাই বলছে, অসম উন্নয়নের এক নতুন গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে আপনারা এখন যা দেখছেন, তা কেবল শুরুয়াত।' তিনি বলেন, 'শিল্পায়ন এবং সংযোগ অসমের স্বপ্ন পূরণ করছে। বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার যুবসমাজকে নতুন স্বপ্ন দেখার ক্ষমতায়ন করছে।' প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, কেন্দ্রের পাম তেল মিশন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভোজ্য তেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলবে এবং আগামী দিনে কৃষকদের আয় বাড়াবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিরোধী দল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেছেন। বলেন, 'অসমের এই নামরূপ সার প্ল্যান্ট দেশের শিল্প বৃদ্ধির প্রতীক হয়ে উঠবে। তবে এটা দুঃখজনক যে কংগ্রেস এই প্ল্যান্টের আধুনিকীকরণ এবং কৃষকদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা কখনও করেনি।' জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া দেশের বিকাশ সম্ভব নয়। কৃষকদের উন্নতি হলেই ভারত বিকশিত হবে এবং বিজেপি সরকার তাঁদের উন্নীত করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প চালু করেছে। কংগ্রেসের আমলে বহু সার কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, তখন আমাদের জোট সরকার সারা দেশে অনেক নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।' বিরোধীদের আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস দেশের কল্যাণে কখনও কাজ করেনি। এই দল কেবল দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল এবং এখনও আছে। এরা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অসমে বসতি স্থাপন করতে দেদার জমি দিয়েছে। আমাদের এখন কংগ্রেসের অপকর্মের ফল ভুগতে হচ্ছে। বেছে বেছে অবৈধ বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে উচ্ছেদ চালাতে হচ্ছে আমাদের।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করছে। এর কারণ একটাই, অবৈধ ভোটারদের ভোটে বিজয়ী হয়ে তারা শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করতে চায়।' তিনি বলেন, বিরোধী দল অসমিয়া জনগণের পরিচয়, অস্তিত্ব এবং গর্ব সম্পর্কে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। এসব রক্ষা করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বিজেপি সরকার সর্বদা অসমিয়া জনগণের পরিচয়, ভূমি, গর্ব ও অস্তিত্ব রক্ষায় কাজ করবে। আমি যা করার চেষ্টা করি, তারা তার বিরোধিতা করে।' মোদী বলেন, 'বিজেপি সরকারের লক্ষ্য অসমকে কয়েক শতাব্দী আগেকার আহোম রাজত্বের সময়কালের মতো শক্তিশালী করা এবং এই লক্ষ্যেই কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কাজ করছে।' এই অনুষ্ঠানে মোদী ছাড়াও ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ দপ্তরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

# ব্রহ্মপুত্রের বুকে মোদীর 'পরীক্ষা পে চর্চা'

**গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর:** নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার সকালে গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে নৌভ্রমণ করতে করতে অসমের নির্বাচিত ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে 'পরীক্ষা পে চর্চা' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তিনতলা বিশিষ্ট জাহাজ এমভি চড়াইদেউ ২-এ অবস্থান করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আলোচনায় পরীক্ষার চাপ মোকাবিলা, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পড়াশোনায় ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন মোদী।

গত ৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের হাতে উদ্বোধন হওয়া গুয়াহাটি গেটওয়ে টার্মিনাল (ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট)-এ গিয়ে ভাসমান সেতু দিয়ে জাহাজে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তাঁর কর্মসূচি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী জাহাজের উপরের ডেক থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেছেন। নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় ব্রহ্মপুত্রের সংশ্লিষ্ট নদীপথে। ভোর থেকেই রিভার পুলিশ, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) মোতায়েন ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে শনিবার থেকে দু'দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্রে ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।

প্রসঙ্গত, অসমে এই প্রথম ব্রহ্মপুত্রের বুকে চলন্ত জাহাজে অনুষ্ঠিত 'পরীক্ষা পে চর্চা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী ভাবে বার্তালাপ করা হবে, কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে হবে, কী ভাবে বসতে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষা অসম-এর অধীনে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজ্যের যে সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর 'পরীক্ষা পে চর্চা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়েছিল, তাদের গুয়াহাটির গণেশগুড়ির একটি হোটেলে গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে রাখা হয়েছিল।

# 'চিলাই কালান' শুরু উপত্যকায়

**শ্রীনগর, ২১ ডিসেম্বর:** যত দূর চোখ যায়, শুধু বরফ। কাশ্মীরে শীতের সবচেয়ে তীব্র পর্যায় 'চিলাই কালান' শুরু হল রবিবার। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হয়েছে মরসুমের প্রথম তুষারপাত। সেইসঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে উপত্যকায়। তুষারপাতের ফলে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের জলাধারগুলিতে জলের পরিমাণ বেড়েছে। শ্রীনগরে রবিবার তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

প্রথম তুষারপাতের খবর এসেছে গুরেজ, ওয়ারওয়ান উপত্যকা এবং দক্ষিণ ও উত্তর কাশ্মীরের উঁচু এলাকা থেকে। তুষারে ঢেকেছে সিন্থান টপ, রাজদান পাস, সাধনা টপ, জোজিলা ও সোনমার্গ। শুধু কাশ্মীর নয়, দ্রাস ও কার্গিল জেলার একাংশেও নতুন তুষারপাত রেকর্ড হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে অন্যতম দীর্ঘ শুষ্ক আবহাওয়া ছিল এবার। প্রায় দু'মাস ধরে কোনও বৃষ্টি বা তুষারপাত না হওয়ায় নদী, ঝরনা ও প্রাকৃতিক ঝরনাগুলির জলস্তর ভয়াবহভাবে কমে গিয়েছিল। শুষ্ক ঠান্ডা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল, বাড়ছিল জলাভাবের আশঙ্কা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই তুষারপাত অনেকটাই স্বস্তি এনে দিয়েছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, রবিবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীর-এর উঁচু এলাকাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দু'দিনে এই তুষার-বৃষ্টির দাপট আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত আরও বিস্তৃত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। শৈত্যপ্রবাহের কারণে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এখানকার বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

উপত্যকার উপরের অংশে তুষারপাত এবং সমতল অংশে বৃষ্টির ফলে তৈরি হওয়া ঘন কুয়াশায় রবিবার শ্রীনগর বিমানবন্দরে ১১টি বিমানের ওঠা-নামা বাতিল হয়ে যায়। দিল্লি এবং জম্মু বিমানবন্দরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে শ্রীনগরগামী আরও দু'টি বিমানও বাতিল হয়ে যায়। বেলা পর্যন্ত উড়তে না পেরে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করে তিনটি বিমান। দু'টি বিমান নির্ধারিত সময়ের পরে বিমানবন্দরে নামবে বলে জানানো হয়েছে।

*গুয়াহাটির বরাগাঁওয়ে নবনির্মিত 'শহিদ স্মারক ক্ষেত্র'-এ অসম আন্দোলনের ৮৬০ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে শহিদ স্মারক ক্ষেত্রে গিয়ে অসম আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক আন্দোলন অসমের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। এর পর অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী শহিদদের গ্যালারি পরিদর্শন করেন।*

# কুয়াশাচ্ছন্ন উত্তর ভারতের একাংশ, প্রভাব রেল ও বিমান পরিষেবায়

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর:** গত কয়েক দিন ধরেই সকালের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে উত্তর ভারতের একাংশ। সঙ্গে রয়েছে দূষণও। রবিবারও কুয়াশার এবং বায়ুদূষণের কারণে কম রইল দৃশ্যমানতা। ফলে সমস্যায় পড়লেন যাত্রীরা। সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে ২০০টিরও বেশি বিমান নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে ছেড়েছে। কুয়াশার কারণেই এই দেরি। এ ছাড়া, ট্রেনগুলিও নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়তে পারেনি খারাপ আবহাওয়ার কারণে।

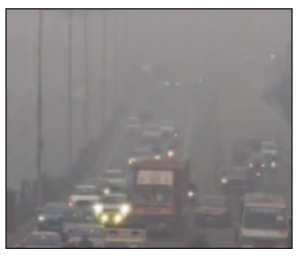

উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিনের মতোই রবিবার সকালেও রাজধানীর ঘুম ভেঙেছে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে। দৃশ্যমানতাও ছিল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। রাজধানী দিল্লি, নয়ডা এবং গাজিয়াবাদে দৃশ্যমানতা খুবই কম। এদিকে, রবিবার সকালে পঞ্জাবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘন কুয়াশার একটি পুরু আস্তরণ দেখা যায়। এর ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায়। সকাল গড়িয়ে বেলা হলেও কুয়াশার কারণে লাইট জ্বেলে যাতায়াত করতে দেখা গেছে বহু গাড়িকে।

# নৈশ ক্লাবের জমির মালিকের বিরুদ্ধে এবার ব্লু কর্নার নোটিস

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর:** গোয়ার 'বার্চ বাই রোমিও লেন' নৈশ ক্লাবের জমির মালিকের বিরুদ্ধেও এবার ব্লু কর্নার নোটিস জারি করবে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, নৈশ ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডে ২৫ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর ঠিক পরেই ব্রিটেনে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুরিন্দর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ব্লু কর্নার নোটিস জারি করা হচ্ছে।

সুরিন্দর ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক। গত ৬ ডিসেম্বর নৈশ ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের সময় তিনি গোয়াতেই ছিলেন। এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে সিবিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার পর দিন অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর দেশ ছেড়ে চলে যান সুরিন্দর। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে সমনও জারি করে পুলিশ। কিন্তু তিনি সাড়া দেননি। এর পরেই পুলিশ সিবিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তার ভিত্তিতেই নৈশ ক্লাবের মালিক সৌরভ লুথরা এবং গৌরব লুথরার মতো সুরিন্দরকেও ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রস্তুতি শুরু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নৈশ ক্লাবের জমিটি লিজে পেয়েছিলেন সুরিন্দর। কিন্তু জমির আসল মালিক প্রদীপ আমোনকার। এই জমি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরেই সুরিন্দরের আইনি বিবাদ চলছিল। তার পরেও কী ভাবে ওই জমিতে নৈশ ক্লাব বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোটা ঘটনায় নৈশ ক্লাবের অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নৈশ ক্লাব তৈরির সময় সুরিন্দর তা আদৌ খতিয়ে দেখেছিলেন কি না, সে ব্যাপারে কথা বলতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত আট জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লুথরা ভাইয়েরাও। ঘটনার পর তাঁরাও তাইল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সম্প্রতিই তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা গোয়া পুলিশের হেফাজতে।

# 'খুব খারাপ' দিল্লির বাতাস

**নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর:** দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। যত শীত পড়ছে, ততই খারাপ হচ্ছে রাজধানীর বাতাসের মান। দিল্লির বায়ুর মান যেন উন্নত হচ্ছেই না। রবিবারও ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল দিল্লি। 'খুব খারাপ' পর্যায়ে রইল বাতাসের মান। এদিন সকালের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসের গড় গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ৩৯০, বেশ কিছু অঞ্চলে একিউআই চারশো ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, অক্ষরধাম, আনন্দ বিহারের মতো এলাকাগুলির বায়ুর মান 'গুরুতর' পর্যায়ে পৌঁছেছে। তলানিতে ঠেকেছে দৃশ্যমানতা। এদিন সকালেও ধোঁয়াশায় আড়ালে উধাও হয়েছিল তাজমহল। এদিন রাজঘাট অঞ্চলে বায়ুর গুণগত মান ছিল ৩৭৬, কাশ্মীরি গেট অঞ্চলে বাতাসের গুণগত মান ছিল ৪৪৮, ইন্ডিয়া গেট অঞ্চলে একিউআই-এর মাত্রা ছিল ৩৮১, আইটিও সংলগ্ন এলাকায়, অক্ষরধাম মন্দির এলাকায়ও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে ছিল রবিবারের সকালে।

*রবিবার সকালে কলকাতায় টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ম্যারাথনে। ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।*

## ময়দান

# এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকের কাছে লজ্জার হার যুব ভারতের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রবিবার ট্রফির স্বপ্ন বুকে নিয়েই মাঠে নেমেছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। কিন্তু দিনের শেষে সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিছুদিন আগেই ইমার্জিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে হেরে হতাশ হয়েছিল জিতেশ শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। এবার যুব এশিয়া কাপের ফাইনালেও একই পরিণতি আয়ুষ মাত্রের দলের। আইসিসি অ্যাকাডেমির মাঠে প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একতরফা ম্যাচে ১৯১ রানে হার স্বীকার করতে হল যুব ভারতীয় দলকে।

ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের উপর দাপট দেখান ওপেনার সমীর মিনহাস। একপ্রান্ত আগলে রেখে আর একপ্রান্তে সতীর্থদের নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। ভারতের বোলাররা শুরুতে কিছুটা চাপে থাকলেও, মাঝের ওভারগুলিতে উইকেটের খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠেন। কিন্তু সমীরের সামনে কার্যত অসহায় দেখায় ভারতীয় বোলিং আক্রমণকে।

সমীর মিনহাসের ইনিংস ছিল অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয়। ১১৩ বলে ১৭২ রানের ঝোড়ো ইনিংসে তিনি ভেঙে দেন একাধিক রেকর্ড। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে সর্বাধিক রানের নতুন নজির গড়েন তিনি। ভেঙে যায় ২০১২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে সামি আসলামের করা ১৩৪ রানের রেকর্ড। এখানেই থামেননি সমীর। গোটা টুর্নামেন্টে মোট ৪৭১ রান করে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ইতিহাসে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকও হয়ে যান তিনি, যা আগে ছিল সামি আসলামের দখলে (৪৬১ রান)।

মুলতানের এই ব্যাটারের ইনিংসে ছিল ১৭টি চার এবং ৯টি বিশাল ছক্কা। একসময় মনে হচ্ছিল, ডবল সেঞ্চুরিও বুঝি হাতছাড়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিশতরান থেকে ২৮ রান দূরে দীপেশ দেবেন্দ্রনের বলে ছয় মারতে গিয়ে কণিষ্ক চৌহানের হাতে ক্যাচ তুলে দেন তিনি। সমীর যখন আউট হন, তখন পাকিস্তানের রান ৩০২। শেষ দিকে ভারতীয় বোলারদের কিছুটা প্রত্যাবর্তনে পাকিস্তান থামে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রানে। সমীর ছাড়া আহমেদ হুসেন করেন ৫৬ রান। ভারতের হয়ে দীপেশ দেবেন্দ্রন ৩ উইকেট নিলেও খরচ করেন ৮৩ রান। হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল পান ২টি করে উইকেট।

৩৪৮ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ঝোড়ো শুরু করেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। প্রথম চার বলেই ওঠে ১৯ রান। কিন্তু সেই ঝাঁঝ সামলে দ্রুত ম্যাচে ফেরে পাকিস্তান। মহম্মদ সায়ামের বলে আয়ুষ মাত্রে ফিরে যান দ্রুত। জীবন পেয়েও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি বৈভব। এরপর একে একে সাজঘরের পথে হাঁটেন অ্যারন গর্গ, বিহান মালহোত্রা, বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু, কণিষ্ক চৌহান ও খিলান প্যাটেলরা। শেষ দিকে দীপেশ দেবেন্দ্রনের লড়াইয়ে ভারত দেড়শো পার করলেও, শেষ পর্যন্ত অল-আউট হয়ে যায় ১৫৬ রানে। এর ফলে ১৯১ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে যুব এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল পাকিস্তান। আর ভারতীয় শিবিরে রইল আর একটি ফাইনালে হারের হতাশা ও একরাশ আত্মসমালোচনার সুযোগ।

# অ্যাশেজ ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া

**অ্যাডিলেড, ২১ ডিসেম্বর:** দুর্দান্ত পেশাদারিত্ব, অসাধারণ স্কিল আর দারুণ উজ্জীবিত পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রথম তিন টেস্টেই সিরিজ জিতে নিয়ে অ্যাশেজ ধরে রাখা নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া।

এর আগে পার্থে দুই দিন, ব্রিসবেনে চার দিনে জয়ের পর অ্যাডিলেডে ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম দিনে। শেষ দিনে কিছুটা লড়াই করে ইংল্যান্ড। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ জিতে নেয় ৮২ রানে। রবিবার ইংল্যান্ডের হয়ে লড়াই করেন স্মিথ(৬০), জ্যাকস(৪৭) ও কারস (৩৯)।

এই নিয়ে টানা পাঁচ সিরিজ ধরে অ্যাশেজ ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্যে তিনটি তারা জিতেছে, দু'টি হয়েছে ড্র। ইংল্যান্ড সবশেষ অ্যাশেজ জিতেছে ঘরের মাঠে ২০১৫ সালে। ৩-০ হয়ে যাওয়ার পর এবার অস্ট্রেলিয়ার অভিযান ৫-০ করার। ঐতিহ্যবাহী বক্সিং ডে টেস্ট মেলবোর্নে শুরু আগামী শুক্রবার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৩৭১, ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ২৮৬, অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস ৩৪৯, ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস ৩৫২ ম্যান অব দ্য ম্যাচ অ্যালেক্স ক্যারি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

# শীতে সবসময় মন খারাপ থাকে?

## ‘স্যাড’-এ আক্রান্ত নন তো!

শীতকাল এলেই অনেকের মধ্যে অদ্ভুত এক মনখারাপ ভাব তৈরি হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট, সারাদিন ক্লান্তি, কাজে আগ্রহ কমে যাওয়া-সবকিছু মিলিয়ে যেন মনটা ভারী হয়ে থাকে। অনেকেই এসবকে সাধারণ শীতকালীন অলসতা বলে ধরেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই লক্ষণগুলো সিজনাল অ্যাফেকটিভ ডিসঅর্ডার (স্যাড) নামের এক ধরনের মরশুমি বিষণ্ণতার ইঙ্গিত হতে পারে।

স্যাড মূলত শীতপ্রধান দেশগুলোতে বেশি দেখা গেলেও বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তে এই সমস্যা বাড়ছে। শীতকালে দিনের আলো কম থাকার কারণে শরীরের স্বাভাবিক জৈবঘড়ি বা বায়োলজিক্যাল ক্লক বিঘ্নিত হয়। সূর্যের আলো কমে গেলে শরীরে দুই গুরুত্বপূর্ণ হরমোন অর্থাৎ সেরোটোনিন ও মেলাটোনিনের মাত্রায় পরিবর্তন ঘটে। সেরোটোনিন কমে গেলে মন-মেজাজ খারাপ হয় আর মেলাটোনিন বেড়ে গেলে অতিরিক্ত ঘুম, ক্লান্তি ও অবসাদ তৈরি হয়। ফলে ধীরে ধীরে মানসিক চাপ ও দুঃখবোধ বাড়তে থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যাড-এর কিছু সাধারণ লক্ষণ হল-সারাদিন দুঃখ বা খালি খালি লাগা, আগের মতো কোনও কাজে আনন্দ অনুভব না করা, শক্তি ও উদ্যম কমে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘুম বা সারাদিন তন্দ্রাভাব, মনোযোগ ধরে রাখতে অসুবিধা, ওজন বেড়ে যাওয়া, বিশেষ করে মিষ্টি বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের প্রতি ঝোঁক, সামাজিক যোগাযোগ কমে যাওয়া, একা থাকতে ইচ্ছে করা। এসব লক্ষণ যদি পরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকে, তবে তা অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে এই মরশুমি অবসাদ দীর্ঘমেয়াদি অবসাদে পরিণত হতে পারে।

কেন শীতে এর প্রকোপ বেশি? দিন ছোট হওয়া, রোদ কম দেখা, শীতের কারণে ঘরে বেশি সময় কাটানো-এই তিনটি প্রধান কারণ স্যাড-এর ঝুঁকি বাড়ায়। শরীর পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি না পেলে মুড রেগুলেশনেও প্রভাব পড়ে। আবার শীতে সক্রিয়তা কমে যাওয়ায় মনও ভারী হয়ে ওঠে।

কীভাবে সামাল দেবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু সহজ অভ্যাস স্যাড মোকাবিলায় কার্যকর হতে পারে। যেমন রোদ উঠলে অন্তত ২০,৩০ মিনিট বাইরে হাঁটা, ঘরের জানালা খোলা রাখা এবং আলো উজ্জ্বল রাখা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রয়োজন হলে মনোবিদ বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। একইসঙ্গে নিজের শরীর ও মনের পরিবর্তনগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়াই সবচেয়ে জরুরি।

# ভরা শীতেও দরদরিয়ে ঘামছেন!

## স্ট্রেস, হরমোনে গড়বড় হয়েছে নাকি এই লক্ষণেই লুকিয়ে আছে বড় বিপদ

এই ভরা শীতকালেও দরদর করে ঘামছেন? নেপথ্যে কোন কারণ? স্ট্রেস? হরমোনের বদল? প্যানিক অ্যাটাক? নাকি এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরও বড় কোনও কারণ? কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জেনে নিন।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়ই ভীষণ ঘামেন? তাহলে তার নেপথ্যে একাধিক কারণ থাকতে পারে। তবে সত্যিই আতঙ্কিত হওয়ার আছে কি কিছু?

প্রথমত, সবসময় দৌড় ঝাঁপ বা অতিরিক্ত কাজের জন্যই যে ঘাম হয় সেটা কিন্তু নয়। কোনও মিটিং, শো, কারও সঙ্গে দেখা হওয়ার বা কোনও কাজের আগে যদি ঘামেন তাহলে কিন্তু সেটার কারণ শরীর ফাইট বা ফ্লাইট মোডে চলে যায়। আর সেই কারণেই শরীর স্ট্রেস হরমোনে ছাড়ে। সেই কারণেই হাত, পায়ের পাতা বা মুখ ঘামতে থাকে।

তবে প্রিমেনোপজ বা মেনোপজের সময় যদি হঠাৎ হঠাৎ ঘামতে থাকেন বা রাতে শুয়ে দরদরিয়ে ঘেমে যান সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ হরমোনাল চেঞ্জের কারণে। কিন্তু এর লক্ষণও ভয়ের কারণে ঘাম হওয়ার মতোই। তাই আপনাকে বুঝতে হবে কোনটা স্ট্রেসের কারণে, আর কোনটা সম্পূর্ণ হরমোনের বদলের কারণে।

তাহলে কোন বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? যদি ঘনঘন রাতে শুয়ে ঘেমে যান, এমনকী এত পরিমাণে ঘাম হয় যে জামা বা বেদকভার পর্যন্ত বদলাতে হচ্ছে তাহলেই সচেতন হওয়া জরুরি। এর কারণ কিন্তু কোনও সংক্রমণ হতে পারে। আবার হরমোন বদল বা অন্য কোনও রোগের কারণে হতে পারে। তাই এমনটা ঘটলে দ্রুত চিকিৎসক দেখানো জরুরি।

আর যদি রাতে দরদরিয়ে ঘেমে যাওয়ার পাশাপাশি জ্বর থাকে, ক্লান্তি ভাব থাকে কোনও কারণ ছাড়াই তাহলে তো বিন্দুমাত্র অবহেলা করবেন না। দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

কখনও কখনও কিছু পেনকিলার, অ্যান্টি অ্যাংজাইটি, অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ওষুধের সাইড এফেক্টও বেশি ঘাম হতে পারে। সেক্ষেত্রেও ওষুধের বদল প্রয়োজন। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলবেন।

# গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায় পায়ের কাফ মাসলে টান, তীব্র যন্ত্রণায় কী করবেন

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আপনি। আচমকা পায়ের ডিমে বা কাফ মাসলে তীব্র যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে গেল। পা সোজা বা ভাঁজ;কিছুই করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে শিরা বা রগ এক জায়গায় দলা পাকিয়ে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘নকচারনাল লেগ ক্র্যাম্পস’ (Nocturnal Leg Cramps)। আট থেকে আশি, প্রায় সব বয়সের মানুষই কমবেশি এই সমস্যার ভুক্তভোগী।

তবে চিকিৎসকরা বলছেন, ভয়ের কিছু নেই। জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তন এবং কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করলেই এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

### এই সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে কোন কারণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীরে জলের ঘাটতি বা ডিহাইড্রেশন এর অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া শরীরে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে পেশিতে টান ধরে। যারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করেন কিংবা খুব বেশি ধকলের ব্যায়াম করেন, তাঁদের এই সমস্যা হওয়ার প্রবণতা বেশি। গর্ভাবস্থায় বা বয়স্কদের ক্ষেত্রেও এটি স্বাভাবিক ঘটনা।

তৎক্ষণাৎ আরাম পাওয়ার উপায় ঘুমের মধ্যে শিরায় টান ধরলে আতঙ্কিত না হয়ে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন

### স্ট্রেচিং

যে পায়ে টান ধরেছে, সেই পা সোজা করে পায়ের পাতাটি নিজের দিকে টানুন। হাত দিয়ে পায়ের আঙুলগুলো ধরে নিজের শরীরের দিকে টানলে কাফ মাসল প্রসারিত হয় এবং ব্যথা কমে।

### হাঁটাচলা

বিছানা থেকে নেমে সাবধানে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করুন। পায়ের ওপর ভর দিলে পেশি শিথিল হতে শুরু করে।

### গরম সেঁক

টান ধরা জায়গায় হট ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিন। উষ্ণতা পেশির সংকোচন কমাতে সাহায্য করে। অনেক সময় গরম জলে স্নান করলেও আরাম মেলে।

### ম্যাসাজ

খুব আলতো হাতে বা সামান্য তেল দিয়ে আক্রান্ত স্থান মালিশ করুন। এতে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং পেশি নরম হয়।

প্রতিরোধে করণীয় কেবল ব্যথার সময় নয়, এই সমস্যা যাতে ফিরে না আসে তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি;

১. পর্যাপ্ত জলপান সারাদিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করুন। শরীর হাইড্রেটেড থাকলে পেশির নমনীয়তা বজায় থাকে।

২. খাদ্যাভ্যাস খাদ্যতালিকায় পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার রাখুন। রোজকার ডায়েটে কলা, ডাবের জল, পালং শাক, এবং বাদাম রাখলে উপকার পাবেন।

৩. ঘুমানোর ভঙ্গি উপুড় হয়ে ঘুমানোর অভ্যাস থাকলে তা ত্যাগ করুন। চিত হয়ে বা পাশ ফিরে ঘুমানো পেশির জন্য ভালো।

৪. হালকা ব্যায়াম ঘুমানোর আগে কিছুক্ষণ পায়ের হালকা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ বা সাইক্লিং করলে রাতে টান ধরার ঝুঁকি কমে।

কখন ডাক্তার দেখাবেন? সাধারণত ঘরোয়া টোটকাতেই এই সমস্যা মেটে। তবে যদি প্রায়ই এমন হয়, পা ফুলে যায় কিংবা ব্যথার তীব্রতা খুব বেশি হয়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এটি ডায়াবেটিস বা স্নায়ুর সমস্যার লক্ষণও হতে পারে।